NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বলছি বাংলা সংবাদপত্রের কথা

'ভোটের পরে তৃণমূলের ট্রিটমেন্ট শুরু' ৬

কলকাতা ২০ মার্চ ২০২৪ ৬ চৈত্র ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২৭৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 20.3.2024, Vol.17, Issue No. 278, 8 Pages, Price 3.00

কলকাতার সময়

আজ	কাল
৯ রমজান	১০ রমজান
ইফতার	সেহরি শেষ
০৫.৫৩	০৪.১৯

গার্ডেনরিচের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হল আরও এক ব্যক্তি!

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে 'অসহায় স্বীকারোক্তি' ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গার্ডেনরিচে দুর্ঘটনাস্থল থেকে আরও এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতেও উদ্ধার কাজ চলছিল গার্ডেনরিচের ভেঙে পড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপে। সেখান থেকেই এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁকে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে বার করার পরই পুলিশ দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে তাঁকে। পুলিশ সূত্রে খবর, জামিল নামে এক ব্যক্তি ভিতরে আটকে ছিলেন বলে আশঙ্কা করছিলেন এলাকার মানুষজন। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনা স্থল থেকে তাঁকেই উদ্ধার করা হয়েছে কি না তা স্পষ্ট নয়। এদিকে গার্ডেনরিচ কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও ১। যে জমির উপর বেআইনি এই বহুতলটি তৈরি হচ্ছিল, সেটির মালিককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সরফরাজ মালিক।

এ পর্যন্ত গার্ডেনরিচের দুর্ঘটনাস্থল থেকে অনেককেই উদ্ধার করেছে পুলিশ। এঁদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ন'জনের। বাকিদের কারও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। কেউ বা প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়াও পেয়েছেন হাসপাতাল থেকে। তবে এঁদের সবাইকেই সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে উদ্ধার করেছিলেন উদ্ধারকারীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তারও ২৪ ঘণ্টা পর কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আরও এক ব্যক্তিকে। তাই তিনি কতটা সুস্থ আছেন, তা নিয়ে এখনও সন্দেহ রয়েছে। যদিও হাসপাতালের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। অন্যদিকে, গার্ডেনরিচের বহুতল বিপর্যয় নিয়ে সোমবার বাম আমলের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছিলেন মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার তাঁর সুর খানিক অন্য খাতে বইল। খানিক অসহায়ত্বের ছায়া। ফিরহাদ বললেন, 'বেআইনি নির্মাণ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আমি দূর করতে পারছি না।' পাশাপাশি অবশ্য তিনি এ-ও জানিয়েছেন, বেআইনি নির্মাণ ঠেকানোর চেষ্টা তিনি চালিয়ে যাবেন, হাল ছাড়বেন না।

যে এলাকায় বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনাটি ঘটেছে তা ফিরহাদের বিধানসভা কলকাতা বন্দর এলাকার মধ্যে পড়ে। মঙ্গলবার ফিরহাদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে বলেন, ওই এলাকায় যে এ ভাবে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে, তা তাঁর জানা ছিল না। তখনই তাঁর গলায় 'অসহায়তা'র সুর শোনা যায়। তবে মঙ্গলবার তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকদের। ওই এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর শামস ইকবাল। বিরোধীদের অভিযোগ, কাউন্সিলরের মদতেই প্রোমোটারেরা বেআইনি নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি দাবি করেছে, গার্ডেনরিচ, মোমিনপুর, খিদিরপুর-সহ কলকাতার যেখানে যেখানে বেআইনি নির্মাণে রমরমা চলছে, তা গোটাটাই হচ্ছে কাউন্সিলর, প্রোমোটার, পুলিশ এবং পুর আধিকারিকদের একাংশের গাঁটছড়ায়।

ফিরহাদ বলেন, 'কাউন্সিলর তো পরে। এটা তো দেখার কাজ বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের। যাঁরা মাইনে পান। আমরা তাঁদের শোকজ করেছি। ভিতের সময়েই যদি ধরা যায় তা হলে এগুলো হয় না।' ঘটনা হল, কলকাতা পুরসভায় মেয়র পরিষদে বিল্ডিং বিভাগের দায়িত্ব ফিরহাদেরই। তবে ফিরহাদ কার্যত মেনে নিয়েছেন, তিনি মেয়র হিসাবে বেআইনি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। মেয়রের দাবি, ২০২১ সাল থেকে তিনি বেআইনি নির্মাণ ভাঙার বিষয়ে পদক্ষেপ করছেন। তাঁর সময়ে কলকাতায় ৮০০-র বেশি বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়েছে বলেও দাবি ফিরহাদের। যার মধ্যে বেশ কিছু নির্মাণ গার্ডেনরিচ এলাকার বলেও জানিয়েছেন মেয়র। ফিরহাদের এই বক্তব্য নিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'নিজের মুখেই নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করছেন মেয়র। তা হলে কোন মুখে ভোট চান আপনারা? চক্ষুলজ্জা থাকলে এখনই ইস্তফা দিন।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী জানতেন না তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যের বান্ধবীর বাড়ির খাটের তলায় নোটের পাহাড় রয়েছে। মেয়র জানতেন না তাঁর এলাকায় বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। এঁরা এতই সহজ-সরল যে আর কী বলব!'

গ্রেপ্তার আরও এক

সব এলাকায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে থানাগুলিকে সতর্ক করল লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গার্ডেনরিচে বেআইনিভাবে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে ঘটে গিয়েছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। ফতেপুর ব্যানার্জি বাগান লেনের ওই বহুতল যে নিয়ম মেনে তৈরি হচ্ছিল না, তা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভা মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরের আনাচেকানাচে এমন বেআইনি নির্মাণের বিপদ চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে গার্ডেনরিচের এই দুর্ঘটনা। আর এর পরই কলকাতার থানাগুলিকে সতর্ক করল লালবাজার। সূত্রের খবর, শহরের প্রত্যেকটিল নির্মীয়মাণ বাড়ি, বহুতলে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে যে সেগুলি আইন মেনে তৈরি হচ্ছে কি না। প্রয়োজনে প্রোমোটার বা নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন লালবাজারের কর্তারা। রবিবার মাঝরাতের দুর্ঘটনার পর কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরের তরফে কলকাতার থানাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। লালবাজারের কর্তাদের নির্দেশ, প্রত্যেকটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে, সেগুলি আইন মেনে তৈরি হচ্ছে কি না। সেক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার সাহায্য নেবে পুলিশ। কোথাও বেআইনি নির্মাণ হলে সেই প্রোমোটার বা ডেভেলপারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার।

রাজ্যের ছ'টি লোকসভা কেন্দ্রকে 'আর্থিক স্পর্শকাতর' ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ছ'টি কেন্দ্রকে 'আর্থিক স্পর্শকাতর' বলে ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। ওই কেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের ২২টি তদন্তকারী সংস্থাকে নজরদারি চালাতে বলেছে কমিশন। কমিশনের 'আর্থিক স্পর্শকাতর' কেন্দ্রের তালিকায় রয়েছে দার্জিলিং, মালদহ উত্তর ও দক্ষিণ, আসানসোল, বনগাঁ এবং কলকাতা উত্তর। কমিশন সূত্রে খবর, এর আগের নির্বাচনে ওই সব কেন্দ্র থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার হয়েছে। মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ওই কেন্দ্রগুলিকে আর্থিক স্পর্শকাতর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সে কারণেই ওই কেন্দ্রগুলিতে বাড়তি নজর দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

২২টি তদন্তকারী সংস্থার জন্য ২২ জন পর্যবেক্ষক রয়েছেন। সংস্থাগুলি পর্যবেক্ষককে রোজ রিপোর্ট দেয়। তার পর পর্যবেক্ষকের থেকে রোজ রিপোর্ট নেয় কমিশন। ভোটের দিনঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন রাস্তায় নাকা চেকিং চলে। বিভিন্ন এলাকাতেও টহল দেয় পুলিশ থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থা। উদ্ধার হয় নগদ টাকা থেকে শুরু করে মদের বোতল। আগের নির্বাচনে ওই ছ'টি কেন্দ্র থেকে প্রচুর টাকা, মদ উদ্ধার হয়। সে কারণে এ বার আগে থেকে সতর্ক হয়েছে নির্বাচন কমিশন। ছয় কেন্দ্রকে 'আর্থিক স্পর্শকাতর' ঘোষণা করে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে।

লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। জেলাশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে বৈঠক হয়। বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আদর্শ আচরণ বিধি কার্যকর-সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রসঙ্গত, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজীব কুমার আগেই বলে দিয়েছিলেন, ভোট নজরদারিতে এবার ইডি-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিয়ে পোর্টাল তৈরি করা হবে। নির্বাচনে কোনওভাবেই অর্থশক্তিকে বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। রাজ্যে যতগুলো হেলিপ্যাড, বিমানবন্দর রয়েছে, সেখানে কড়া নজরদারি থাকবে কমিশনের তরফ থেকে। কমিশনের নির্দেশ, জেলাশাসক যখন কোনও হেলিকপ্টার কিংবা বিমানকে অবতরণের সবুজ সঙ্কেত দেবেন, তখন খবর ইনকাম ট্যাক্স ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকেও দিতে হবে।

এক নজরে

২৪ ঘণ্টায় ফের ডিজি বদল, রাজ্যের নতুন ডিজি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যে ডিজি বদল। মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে বসাল নির্বাচন কমিশন। সোমবারই রাজ্য পুলিশের ডিজির পদ থেকে রাজীব কুমারকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। রাজ্যের কাছে তিনটি নাম চাওয়া হয়েছিল। তিন জনের মধ্যে বিবেককে বসানোর অনুমতি রাজ্যকে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এ বার তাঁকে সরিয়ে ভোটের সময় রাজ্য পুলিশের ডিজি করা হল সঞ্জয়কে। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিককে চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশন। সেখানে সই রয়েছে সচিব রাকেশ কুমারের। চিঠিতে জানানো হয়, রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে সঞ্জয়কে বসাচ্ছে কমিশন। বিকেল ৫টার মধ্যে রাজ্যকে জানিয়ে দিতে হবে যে, সঞ্জয়কে ডিজির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সোমবারই রাজ্যের মুখ্য সচিব গোপালিককে চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশন। সেখানে জানায়, রাজ্য পুলিশের ডিজির পদ থেকে অবিলম্বে রাজীবকে সরাতে হবে। নির্বাচনের কোনও কাজে তাঁকে রাখা যাবে না। নতুন রাজ্য পুলিশের ডিজি নিয়োগের আগে পর্যন্ত এই দায়িত্ব সামলাবেন রাজীবের ঠিক নীচের পদে যে অফিসার রয়েছেন, তিনি। এই পদে নতুন নিয়োগের জন্য বিকেল ৫টার মধ্যে রাজ্য সরকারকে তিনটি নাম পাঠাতে বলে নির্বাচন কমিশন। সেই মতো তিন জনের নাম পাঠায় রাজ্য। বিবেক সহায়ের পাশাপাশি আরও দুই সিনিয়র আইপিএস অফিসার সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং রাজেশ কুমারের নাম পাঠানো হয়েছিল কমিশনে।

নবান্নে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি তিনি। তবে সোমবার গার্ডেনরিচের বিপর্যয়ের ঘটনার পর মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নেও গেলেন তিনি। এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালেই থাকতে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু সোমবার গার্ডেনরিচের ঘটনার পর মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালেও যান। মঙ্গলবার নবান্নে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিএএ-তে স্থগিতাদেশ নয় সুপ্রিমের, কেন্দ্রকে নোটিস

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: সিএএ মামলার শুনানিতে কেন্দ্রকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। প্রবল আলোচিত আইন কার্যকর করার নির্দেশে স্থগিতাদেশ চেয়ে মামলা দায়ের হয়েছে শীর্ষ আদালতে। সেই মামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৮ এপ্রিলের মধ্যে শীর্ষ আদালতে জবাব দিতে হবে কেন্দ্রকে। তবে আবেদনকারীদের দাবি মেনে এখনই সিএএ কার্যকরের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। গত সোমবার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কেন্দ্র। তার পরেই দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়। রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে আমজনতা- আইনের বিরোধিতা করেন অনেকেই। এই আইন কার্যকর করার সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক, সেই দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়। এই সংক্রান্ত ২০০-রও বেশি মামলা একত্রিত করে শুনানি শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। স্থগিতাদেশ চেয়ে দায়ের হওয়া মামলাকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিল কেরলের মুসলিম সংগঠন ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ। এছাড়াও মামলা দায়ের করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ ও তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র। সিএএ সংক্রান্ত মোট ২৩৭টি মামলা একত্রিত করে শুনানি শুরু হয় শীর্ষ আদালতে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চে শুরু হয় শুনানি। প্রথম শুনানির পরেই কেন্দ্রকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৮ এপ্রিলের মধ্যে সিএএ নিয়ে কেন্দ্রকে জবাব দিতে হবে। তার পরের দিন এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়েছে বিচারপতিদের বেঞ্চ।

সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে ভোটের দাবি ডেরেকের

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিকভাবে 'ব্যবহার' করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ধ্বংসের প্রয়াস চালাচ্ছে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি। কমিশনের দপ্তর যেন বিজেপির পার্টি অফিস হয়ে গিয়েছে! বদলি ইস্যুতে এমনই বিস্ফোরক সব অভিযোগ তুলে সোশাল মিডিয়ায় বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা জাতীয় মুখপাত্র ডেরেক ও'ব্রায়েন। পাশাপাশি তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে হোক ভোট। লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর বিজেপির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনকে 'ব্যবহার' করা নিয়ে ডেরেকের এই অভিযোগ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি, তাতে নষ্ট হচ্ছে সেসব প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি, এই অভিযোগে বিরোধীরা বরাবরই কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরা। বিশেষত ইডি, সিবিআইয়ের মতো তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে বিরোধীদের চাপে ফেলার চেষ্টা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থতার মতো হাজারও অভিযোগ রয়েছে। এবার বাংলার শাসকদল তৃণমূলের অভিযোগ আরও মারাত্মক। খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে দিয়েও বিজেপি 'নোংরা কৌশল' নিয়েছে বলে অভিযোগ ডেরেক ও ব্রায়েনের। সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্টে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বিজেপি কি আমজনতার মুখোমুখি হতে এতটাই ভয় পাচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনকে ঢাল করে বিরোধীদের টার্গেট করতে হবে? তাঁর আরও প্রশ্ন, অফিসারদের বদলি নাকি নির্বাচিত রাজ্য সরকারের? এসবের পরই তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্রের দাবি, ২০২৪-এর লোকসভা ভোট শীর্ষ আদালতের নজরদারিতে হোক।

বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নিয়ে হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নিয়ে আবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল কলকাতা পুরসভা। মঙ্গলবার একটি মামলার শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন তুললেন, 'কয়েক সেকেন্ডে একটি বাড়ি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। অথচ একটি বাড়ির বাইরের অংশ ৩০ দিনেও ভাঙা গেল না!' কলকাতা পুরসভার কাছে বিচারপতি অমৃতা সিংহ জানতে চেয়েছেন, কিসের জন্য এত দিন দেরি হয়েছে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজে।

গার্ডেনরিচে বাড়ি ভাঙার ঘটনার আবহেই বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত অন্য একটি মামলা উঠেছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেঞ্চে। সেই মামলার শুনানিতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি।

একবালপুরের একটি পাঁচ তলা ভবনের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ তুলে মাস খানেক আগে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে। মঙ্গলবার সেই মামলাটিই শুনানির জন্য ওঠে। বিচারপতিকে জানানো হয়, গত মাসে ওই মামলায় আদালত বাড়ির বাইরের অংশ ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও সেই নির্দেশ মানা হয়নি। এর পরেই মঙ্গলবার পুরসভার আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি সিংহের প্রশ্ন, 'একটি বাড়ির বাইরের অংশ ভাঙতে ৩০ দিন সময় কি যথেষ্ট নয়? কেন নির্দেশ কার্যকর করা হল না?'

এর জবাবে কলকাতা পুরসভার আইনজীবী আদালতকে জানান, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য কিছু অসুবিধা ছিল বলেই ওই নির্মাণ ভাঙা যায়নি। কিন্তু বিচারপতি পাল্টা জানতে চান, বাড়ি ভাঙতে কী এমন যন্ত্র ব্যবহার করে কলকাতা পুরসভা? এর জবাব হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানাতেও বলেন বিচারপতি সিংহ।

পুরসভার আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'আদালতের নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে কলকাতা পুরসভা। যন্ত্র ব্যবহারের যুক্তি দেখিয়ে নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। সম্প্রতি গার্ডেনরিচে বেআইনিভাবে নির্মিত একটি বহুতল ভেঙে পড়েছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে বিচারপতি বলেন, কয়েক সেকেন্ডে একটি বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে, আর ৩০ দিনে বাড়ির বাইরের একটা বেআইনি অংশ ভাঙা গেল না? বাড়ি ভাঙতে কী যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, আমি জানতে চাই। পুরসভার কমিশনার হলফনামা দিয়ে তা জানাবেন।'

আগামী ৯ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন আদালতে কলকাতা পুরসভার পুর কমিশনারকে ওই মর্মে হলফনামা জমা দিতে হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।

দিল্লিতে শাহর সঙ্গে বৈঠক রাজ ঠাকরের!

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করলেন এমএনএস প্রধান রাজ ঠাকরে। তাঁর দল বিজেপির হাত ধরতে চলেছে, এই গুঞ্জন গত মাস দুয়েক ধরেই জোরালো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শাহর সঙ্গে রাজের বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সোমবার গভীর রাতে দিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন রাজ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলে অমিত ঠাকরেও। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁরা অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন বলে খবর। মনে করা হচ্ছে, রাজের দলের এনডিএ-তে যোগদান স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। যে কোনও সময়ই ঘোষণা হতে পারে। বরাবরই বিজেপির কট্টর বিরোধী রাজ ঠাকরে। সময়ে সময়ে তিনি অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর কর্মকাণ্ড তাঁর পছন্দ হলেও দল হিসেবে বিজেপিকে তিনি কোনও ভাবেই সমর্থন করেন না। কিন্তু গত কয়েক মাসে হাওয়া বদলেছে। গত মাসে উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের বাসভবনে যান রাজের দলের নেতারা। তার পর থেকেই গুঞ্জন ছড়াতে শুরু করে বাল ঠাকরের পুত্র এবার এনডিএ-তেই যাচ্ছেন। এর মধ্যে গত সোমবার ফড়নবিশের মন্তব্যে জল্পনা আরও বাড়ে। তিনি বলেন, 'আমি সরকারি ভাবে এবিষয়ে কিছু বলতে পারব না। তবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেই আপনাদের তা জানিয়ে দেওয়া হবে।' ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনও। লোকসভায় ৪৮টি আসনের পাশাপাশি বিধানসভায় রয়েছে ২৮৮টি আসন। মহারাষ্ট্রের ক্ষমতায় এই মুহূর্তে 'মহাজুটি'। যে জোটে রয়েছে শিব সেনার একনাথ শিন্ডে শিবির, বিজেপি ও অজিত পওয়ারের এনসিপি। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের আগে জোট-জট এখনও অব্যাহত এনডিএ-তে। শিন্ডে ও অজিত পাওয়ারের সঙ্গে চূড়ান্ত সমঝোতা হয়নি পদ্ম শিবিরের। এই পরিস্থিতিতে রাজ যদি জোটে যোগ দেন, তাহলে যে জটিলতা আরও বাড়বে, সেব্যাপারে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল। ফলে সব মিলিয়ে চাঞ্চল্য মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে।

বিহারে আসনরফা নিয়ে ক্ষোভে মন্ত্রিপদ থেকে ইস্তফা পশুপতির

পাটনা, ১৯ মার্চ: বিহারে আসনরফা চূড়ান্ত করে ফেলেছে বিজেপি। তবে কোনও আসন ছাড়া হয়নি রামবিলাস পাসোয়ানের ভাই পশুপতি পারসের রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টি (আরএলএসপি)-কে। স্বাভাবিকভাবেই 'ক্ষুব্ধ' পারস মঙ্গলবার সকালেই বিজেপির নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন। একই সঙ্গে ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকেও। একই সঙ্গে অভিযোগ করলেন যে, তাঁর সঙ্গে 'অবিচার' করেছে বিজেপি। কাকা ভাইপোর লড়াইটা শুরু হয়েছিল ২০২১-এর মাঝামাঝি। রামবিলাস পাসোয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে ঝামেলায় দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় লোক জনশক্তি পার্টি। একদিকে ছিলেন রামবিলাসের ভাই পশুপতি পারস, আরেকদিকে রামবিলাসের ছেলে চিরাগ পাসোয়ান। পশুপতি পারসের সঙ্গে ছিলেন দলের ৬ সাংসদের পাঁচ জনই। আর চিরাগ ছিলেন একা। সেসময় বিজেপি পশুপতির পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন আসতে আসতে সম্ভবত বিজেপি বুঝে গিয়েছে তাঁদের সেই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। পশুপতির সঙ্গে সাংসদরা থাকলেও জনগণ চিরাগের পাশেই। সেকারণেই লোকসভার লড়াইয়ে চিরাগকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে তাঁর সঙ্গেই আসনরফা করে গেরুয়া শিবির।

মঙ্গলবার সকালে পারস বলেন, 'এনডিএ আসনরফার কথা জানিয়ে দিয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার সঙ্গে এবং আমার দলের সঙ্গে অবিচার হল। তাই আমি মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিচ্ছি।' সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছেন পারস। আলোচনা ফলপ্রসূ হলে কংগ্রেস এবং লালুপ্রসাদ যাদবের আরজেডির সমর্থনে হাজিপুর কেন্দ্র থেকেই ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৭৩৩ নং এফিডেভিট বলে Bipradas Malik S/o. Hemanta Kumar Malik ও Bipradas Mallik S/o. H. K. Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswanath Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sistidhar Mondal ও G. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৫৫ নং এফিডেভিট বলে Snehabrata Mukherjee ও Sneha Broto Mukherjee S/o. Purnendu Bikash Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫৯৯ নং এফিডেভিট বলে Subhasis Bhattacharyya S/o. Sanat Kumar Bhattacharyya ও Subhasis Bhattacharjee S/o. S. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৯৮৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Swarup Mukhopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jagannath Mukherjee ও J. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৬৩ নং এফিডেভিট বলে Asim Adhikari S/o. Badal Adhikari ও Ashim Adhikary S/o. B. Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫১৫ নং এফিডেভিট বলে Ujjal Narayan Saha S/o. Lakshmi Narayan Saha ও Ujjal Saha S/o. L. N. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫১৪ নং এফিডেভিট বলে Gautam Samaddar S/o. Birendranath Samaddar ও Gautam Samadder S/o. B. N. Samadder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I Ahechen Malitya S/O Buran Malitya @ Abdul Bari (Buran), residing at Village & p.o Bali, P.S. nowda, dist. Murshidabad swearing vide affidavit serial no 383 dt 16.2.2024 of Berhampore SDEM Cort, that Ahechen Malitya, s/o Buran Malitya and Rehechen Sekh S/o Abdul Bari (Buran) is the same and identical one person.

নোটীশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, সৌমেনরাম রামানুজ দাস মহন্ত, সাং-নয়াগঞ্জ, পো + থানা-চন্দ্রকোনা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয় তাহার নিম্ন তপশীল সম্পত্তি শ্রীধর ঘোষাল, পিতা- সমতুল ঘোষাল সাং-পাইকমাজিটা বগছড়ি, পোঃ + থানা-চন্দ্রকোনা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর মহাশয়কে আমমোক্তার নামা যাহার নং- ১৮০০/২০২৩, তাং- ১২/০৪/২০২৩ ডি.এস. আর-১, পশ্চিম মেদিনীপুর মূলে হস্তান্তর করার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

তাহাতে কারো যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটীশের ৭ দিনের মধ্যে বি.এল.এল. আর ও গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

তপশীল

মৌজা-সাতবাঁকুড়া জে. এল.-৬৭৩, খতিয়ান-১৩১৪ দাগ নং-১৯, পরিমান- ৮৮ ডেঃ।

Susanta Kumar Jana
Advocate
Midnapore Judges' Court
Paschim Medinipur
F-886/2007
Date- 18/03/2024

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে মার্চ, ৫ ই চৈত্র, বুধবার। (আমলকী) একাদশী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিশ্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

বৃষ রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পুজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে

মিথুন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির ছারা ক্ষতির সম্ভাবনা।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজো পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : এক অপরিচিত আচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে, জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ

কন্যা রাশি : বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পূজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেভার খারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যাক্স থেকে।

(আজ আমলকী একাদশী তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

অবশেষে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সংশোধন) বিলে মিলল রাজ্যপালের সম্মতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দীর্ঘ ছয় বছরের দুর্ভোগ ও অপেক্ষার অবশেষে অবসান হতে চলেছে। লোকসভা ভোটের মুখে খুশি ও স্বস্তির খবর পেল হাওড়া শহরবাসী। হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচনের জট অবশেষে কাটতে চলেছে। ওই নির্দিষ্ট বিলে স্বাক্ষর করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সম্মতি দিয়েছেন হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সংশোধন) বিলে।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ওই বিলে অনুমতি দিল রাজভবন । সূত্রের খবর, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিসকাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট (সংশোধন) বিল, ২০২৪ প্রাপ্তির দিনেই সম্মতি দিয়েছেন। পাশাপাশি সম্মতি দিয়েছেন হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সংশোধন) বিলে। বিলগুলি ইতিমধ্যে নবান্নে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে বালি পুরসভাকে হাওড়া পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩৫ ওয়ার্ড বিশিষ্ট বালি পুরসভাকে ১৬টি ওয়ার্ডে পরিণত করে হাওড়া পুরনিগমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ২০২১ সালের প্রথম দিকেই ফের বালিকে হাওড়া থেকে ভাগ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। অবশেষে বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনে হাওড়া পুরনিগম (সংশোধনী) বিল ২০২১ পাশ করানো হয়। কিন্তু, সেই বিলে এখনও তৎকালীন রাজ্যপাল সই না করায় হাওড়া পুরনিগম ও বালি পুরসভার নির্বাচন নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা। ২০১৮ সাল থেকে আর ভোট হয়নি হাওড়া পুরসভায়। এই সময়েই বালিকে হাওড়া থেকে পৃথক করার দাবিও উঠেছিল। সেই থেকে হাওড়ার পুর পরিষেবা পরিচালনার দায়িত্বে পুরপ্রশাসক বোর্ড। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে 'দ্য হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সংশোধনী) বিল, ২০২১' পাশ হওয়ার ফলে হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা ৬৬ থেকে কমে ফের ৫০-এ দাঁড়ায়। বালিকে হাওড়া থেকে আলাদা করে দেওয়ার পরে হাওড়া পুরসভার যে অংশ পড়ে রইল, তার পুনর্বিন্যাস করেই ৫০টি ওয়ার্ড হয়। বর্তমান রাজ্য পাল সিভি আনন্দ বোস বিলে সেই করেছেন। ফলে হাওড়া পুর নিগমের নির্বাচন নিয়ে সমস্যা মিটতে চলেছে।

রাজভবন সূত্রে আরও দাবি, রাজ্যপালের কাছে কোনও বিল পড়ে নেই । এই তথ্য দিয়ে রাজ্য সরকারকে অনেক আগেই জানিয়েছে রাজভবন । মিডিয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযোগ ওঠে, রাজভবনে ২২টি বিল আটকে রেখেছেন তথ্য-সহ সেই অভিযোগ খারিজ করে দেন রাজ্যপাল । রাজ্য সরকারের পাঠানো কোনও বিল রাজভবনে পড়ে নেই বলে জানানো হয় । গত নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের এক সন্ধ্যায় রাজভবনে একাধিক পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই জানান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এক্ষেত্রে লোকসভা নির্বাচন সম্পুর্ন হলেই হাওড়া পুর নিগমের নির্বাচন হতে পারে বলেই সূত্রের খবর।

জেমস হাসপাতালে বিনামূল্যে মেরুদণ্ডের জটিল বিকৃতির অস্ত্রোপচার ও সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বজবজ: মেরুদণ্ডের জটিল বিকৃতির সমস্যা দিনদিন বাড়ছে। আধুনিক পদ্ধতিতে সার্জারির মাধ্যমে মেরুদণ্ডের জটিল অস্ত্রোপচারের জন্য বজবজের জেমস হাসপাতালে শুরু হল তঅপারেশন স্টেট স্পাইনদ শীর্ষক সেমিনার। চতুর্থ কোলকাতা মেরুদণ্ডের বিকৃতি সার্জিক্যাল সম্মেলন ১৭ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত চলবে। বজবজের জেমস হাসপাতাল ও অপারেশন স্ট্রেট স্পেস ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মেরুদণ্ডের জটিল অস্ত্রোপচার করা হবে। মেরুদণ্ড নিয়ে চিকিৎসায় পড়ুয়ারা লাইভ এই অস্ত্রোপচারে সামিল হয়ে শিক্ষালাভও করতে পারবেন। জেমস হাসপাতালের চেয়ারম্যান কেকে গুপ্তা বলেন, মেরুদণ্ডের জটিল অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত এই সেমিনারে জেমস হাসপাতালে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন।

এই সেমিনারের মাধ্যমে জেমস হাসপাতালে ভারতবর্ষের মোট ৮ জন মেরুদণ্ডের জটিল রোগীর অস্ত্রোপচার হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। গত তিন বছর ধরে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেমস হাসপাতালে। গত বছরও ১০ জন রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার করে সুস্থ হয়েছেন। বিদেশের বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের দল এই সেমিনারে মেরুদণ্ডের জটিল অস্ত্রোপচার সামিল হয়েছেন। হাসপাতালের তরফে এই সেমিনারের পরিচালনার করছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রফেসর (ডঃ) উজ্জলকুমার দেবনাথ। অংশগ্রহণকারী চিকিৎসক পড়ুয়ারা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে উপকৃত হয়েছেন বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

পঞ্জাবে শক্তি বাড়াতে ফের অকালিদের হাত ধরছে বিজেপি!

চণ্ডীগড়, ১৯ মার্চ: লক্ষ্য ৪০০। যেনতেন প্রকারে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইছে বিজেপি। সেজন্য বৈরিতা ভুলে একে একে পুরনো জোটসঙ্গীদের এনডিএ শিবিরে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। ইতিমধ্যেই এনডিএ শিবিরে ফিরেছেন অন্ধ্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নায়ডু। এখনও কথাবার্তা চলছে ওড়িশার বিজেডির সঙ্গে। সূত্রের দাবি, পঞ্জাবে অকালি দলের সঙ্গেও ফের জোট বাঁধতে চলেছে বিজেপি। সব ঠিক থাকলে আগামী দু'তিন দিনের মধ্যেই রফা চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

এমনিতে বিজেপি এবং অকালি দল দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী। ২০২০ সালে কৃষি আইনের প্রতিবাদে বিজেপির সঙ্গ ছাড়ে অকালিরা। সরাসরি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও নামে এসএডি। অকালি দলের প্রধান সুখবীর সিং বাদল সরাসরি বিজেপিকে 'টুকরে টুকরে গ্যাং' বলেও তোপ দাগেন। যে ভাষায় অকালি দলের নেতারা নিয়মিত বিজেপিকে আক্রমণ করছিলেন, তাতে একটা সময় মনে হচ্ছিল, এই দুই শিবিরের সম্পর্ক চিরতরে শেষের দিকে।

কিন্তু এর মধ্যে পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। যে ইস্যুতে অকালি-বিজেপির ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেই কৃষি আইন কেন্দ্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সুতরাং, নতুন করে বিজেপির হাত ধরতে আর বাধা নেই অকালিদের। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই দুই শিবিরের কারও পক্ষেই পঞ্জাবে একার শক্তিতে ভালো ফলাফল করা সম্ভব নয়। সেরাজ্যে এখন প্রথম ও দ্বিতীয় রাজনৈতিক শক্তি আপ এবং কংগ্রেস। সূত্রের দাবি, এই দুই শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে ফের এক ছাতার তলায় আসছে অকালি দল ও বিজেপি।সূত্রের খবর, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে অকালি এবং বিজেপির মধ্যে প্রাথমিক স্তরের কথাবার্তা হয়েছে। আগামী দু-তিনদিনের মধ্যেই চণ্ডীগড়ে অকালি দলের কোর কমিটির বৈঠক। সেখানেই জোট সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত শিলমোহর পড়তে পারে। এতদিন যে সূত্রে বিজেপির সঙ্গে অকালি দলের জোট হয়ে এসেছে, এই সূত্র মেনেই জোট চাইছে অকালিরা।

ভারতীয় জাদুঘর ও দীক্ষামঞ্জরির যৌথ উদ্যোগে বসন্ত উৎসব হবে ২৩ মার্চ জাদুঘর প্রাঙ্গণে, সন্ধ্যা ৬টায়। নৃত্য পরিচালনায় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বাংলা এবং হিন্দি লোকপ্রিয় গানে রঙের উৎসব উদ্যাপন করা হবে। চলছে তারই মহড়া।

তামিলনাড়ুতে ৬ শক্তি আম্মাকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

প্রচারে গিয়ে প্রয়াত ভি রমেশকে স্মরণ

চেন্নাই, ১৯ মার্চ: জনসভায় ৬ শক্তি আম্মাদের অভ্যর্থনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তামিলনাড়ুর সালেমে মঙ্গলবার জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন মোদি। সেখানেই তাঁর মঞ্চে উপস্থিত হন ১১ জন শক্তি আম্মা। একদিকে যখন কংগ্রেস তথা রাহুল গান্ধি যখন আক্রমণ করতে গিয়ে 'শক্তি' শব্দের ব্যবহার করেছেন, তখন বিজেপির এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিনের সভা থেকে বিরোধী জোট তথা ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান নরেন্দ্র মোদি। বিরোধীদের উদ্দেশ্য ভাল নয় বলেই মন্তব্য করেন তিনি। মোদি আরও বলেন, কংগ্রেস বারবার হিন্দুত্বকে আক্রমণ করে। অন্য কোনও ধর্মকে নিশানা করে না কখনও। তিনি আরও বলেন, 'হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস নিয়ে বারবার আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। বারবার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছে।'

এদিন প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, হিন্দু ধর্মে শক্তি বলতে বোঝায় 'নারী শক্তি' বা 'মাতৃ শক্তি'। এ তাঁর দাবি, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস ও ডিএমকে সেই শক্তিকে শেষ করে দেবে।

মোদি আরও ব্যাখ্যা করেন, তামিলনাড়ুতে শক্তি বলতে বোঝায় দৈবশক্তি। মারিয়াম্মান, মাদুরাই মীনাক্ষীআম্মান, কাঞ্চি কামাক্ষিআম্মার মতো দেবীদের বোঝাতে শক্তি শব্দটা ব্যবহার করা হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, জাতীয় কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী মা-কে বোঝাতে শক্তি কথাটা ব্যবহার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সব শেষে বলেন, 'কেউ শক্তি নিয়ে কোনও কথা বললে, তাকে শেষ করে দেবে তামিলনাড়ু। আমি একজন শক্তির উপাসক।'

অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে ভোটপ্রচারে এসে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্মরণ করেন রাজ্যের বিজেপির প্রাক্তন সচিব ভি রমেশকে। ২০১৩ সালে তাঁকে খুন করা হয়েছিল দক্ষিণী রাজ্যের সালেমে। এবার সেই সালেমে এসেই রমেশের কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে দেখা গেল মোদিকে। এদিন সালেমে একটি জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই প্রয়াত রমেশের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি জানালেন, একসময় দিনরাত এক করে পরিশ্রম করতেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আজ আমি সালেমে এসেছি। স্মরণ করছি অডিটর রমেশকে। আজ আমার সেই রমেশ আর নেই। একসময় দলের জন্য দিনরাত এক করে কাজ করতেন তিনি। আমাদের দলের একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন রমেশ। এক অসাধারণ বক্তা ও অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।'

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে নিজের বাসভবন চত্বরে ৫৪ বছরের রমেশকে খুন করে একদল আততায়ী। সেই হত্যাকাণ্ড ঘিরে বিতর্ক ঘনিয়েছিল। এদিকে এদিন প্রধানমন্ত্রীর কথায় উঠে আসে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি কে এন লদণনের কথাও। ২০২০ সালে বয়সজনিত সমস্যায় ভুগে তিনি মারা যান। এদিন তাঁর স্মৃতিচারণায় মোদি বলেন, 'রাজ্যে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধিতে ওঁর অবদান অবিস্মরণীয়।'

এবারের নির্বাচনে এনডিএ-র সামনে ৪০০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন মোদি। আর তা নিশ্চিত করতে 'দাক্ষিণাত্য বিজয়'ই এখন 'পাখির চোখ' তাঁদের। তামিলনাড়ু সফরে এসে তাই প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন মোদি। জানালেন, তাঁদের সরকার তামিলনাড়ুর উন্নয়নে যথাসাধ্য করছে। তাঁর কথায়, 'এখন তামিলনাড়ু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আগামী ১৯ এপ্রিল তাদের প্রতিটা ভোট বিজেপি ও এনডিএ-কেই দেবে। তামিলনাড়ুর সিদ্ধান্ত এবার ৪০০ টপকাতেই হবে।' প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিল ডিএমকে। তারা পেয়েছিল ২৩টি আসন। কংগ্রেস ৮টি ও সিপিআই ২টি আসনে জয়লাভ করেছিল। এবার বিজেপি সব হিসেব উলটে দিতে মরিয়া।

ভুল বিজ্ঞাপনের গেরো, রামদেবকে তলব সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: মিথ্যা বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মামলায় যোগগুরু রামদেবকে তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত রামদেবের সঙ্গে তাঁর সহযোগী তথা পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আচার্য বালকৃষ্ণকেও ডেকে পাঠিয়েছে। আদালত অবমাননা সংক্রান্ত একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলিকে নোটিস দিয়ে কৈফিয়ত তলব করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেই নোটিসের কোনও জবাব না মেলায় ক্ষুব্ধ আদালত। মঙ্গলবার বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমান্নুলার বেঞ্চ রামদেব এবং বালকৃষ্ণকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেন। আগের মামলাতেই পতঞ্জলি এবং বালকৃষ্ণকে নোটিস পাঠিয়ে শীর্ষ আদালত জানতে চেয়েছিল, কেন আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হবে না? মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলে, 'এখনও কেন নোটিসের উত্তর দেননি? আমরা সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলছি পরবর্তী শুনানির দিন আদালতে উপস্থিত থাকতে।'

দোলে কম সংখ্যায় চলবে মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী সোমবার দোলযাত্রা ছুটির দিন। ওই দিন, ২৮৮টি পরিষেবার পরিবর্তে ৬০টি রেক চালাবে মেট্রো।

আপ ও ডাউন মিলিয়ে ৬০টি মেট্রো মিলবে। তার মধ্যে কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে চালানো হবে ৫৮টি ট্রেন। তার মধ্যে ২৯টি আপ ও ২৯টি ডাউনের মেট্রো রেল মিলবে। এই রুটে দুপুর ২টো ৩০ থেকে পরিষেবা শুরু হবে।

প্রথম পরিষেবা

কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরে ০৬.৫০ টার পরিবর্তে দুপুর আড়াইটে পরিষেবা শুরু হবে।

দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ০৬.৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে দুপুর আড়াইটে পরিষেবা শুরু হবে।

দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বরে ০৬.৫৫ এর পরিবর্তে দুপুর আড়াইটে পরিষেবা শুরু হবে।

সকাল ৭ টার পরিবর্তে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত দুপুর আড়াইটে পরিষেবা শুরু হবে।

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে হত ৪ মাওবাদী কমান্ডার

রাঁচি, ১৯ মার্চ: সিআরপিএফ এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ছত্তিশগড়ের গড়চিরৌলিতে নিহত হয়েছে মাওবাদীদের চার কমান্ডার। এই চার কমান্ডারের মাথার দাম ছিল ৩৬ লক্ষ টাকা।

সোমবার বিকেলের দিকে গোপন সূত্রে গড়চিরৌলি পুলিশের কাছে খবর আসে ছত্তিশগড়-মহারাষ্ট্র সীমানার কাছে মাওবাদীদের তেলঙ্গানা রাজ্য কমিটির কিছু সদস্য জড়ো হয়েছেন। সেই দলে চার জন কমান্ডার আছেন। যাঁদের বিরুদ্ধে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণ করেছিল পুলিশ। পুলিশ আরও জানতে পারে, তেলঙ্গানা থেকে প্রাণহিতা নদী পেরিয়ে গড়চিরৌলিতে ডেরা বেঁধেছিল ওই দলটি। লোকসভা নির্বাচনের আগে কোনও হামলার ছক থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় দুই রাজ্যের সীমানায় অভিযান চালায় সিআরপিএফ এবং গড়চিরৌলি পুলিশের যৌথবাহিনী।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) যতীশ দেশমুখের নেতৃত্বে আহেরিতে পুলিশের দপ্তর থেকে সি৬০ এবং সিআরপিএফের কিউএটি-র দল মহারাষ্ট্র সীমানার উদ্দেশে রওনা দেয়। মঙ্গলবার সকালে কোলামার্কার পাহাড়ি জঙ্গলে যৌথবাহিনী পৌঁছতেই মাওবাদীরদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়। সেই সংঘর্ষে মাওবাদীদের চার কমান্ডার নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মাওবাদীদের ওই ডেরা থেকে প্রচুর অস্ত্র, বিস্ফোরক, একটি একে-৪৭, একটি কার্বাইন এবং দু'টি দেশি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত কমান্ডারদের মধ্যে রয়েছেন, ডিভিসিএম ভার্গিস। তিনি মাঙ্গি ইন্দ্রাভেল্লি এরিয়া কমিটি এবং কুমিরাম ভীম মাঞ্চেরিয়াল ডিভিশনাল কমিটির সম্পাদক। এ ছাড়াও ছিলেন, ডিভিসিএম মাগতু, কুরসাং রাজু এবং কুড়িমেত্তা ভেঙ্কটেশ। মহারাষ্ট্র সরকার এই চার জনের মাথার মিলিত দাম ঘোষণা করেছিল ৩৬ লক্ষ টাকা।

বিজেপিতে যোগ দিলেন হেমন্ত সোরেনের বৌদি সীতা

রাঁচি, ১৯ মার্চ: মঙ্গলবার সকালে দলের সমস্ত পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। বেলা গড়াতেই দল বদলালেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-র প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনের পুত্রবধূ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বৌদি সীতা সোরেন।

দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে গিয়ে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ের উপস্থিতিতে পদ্ম শিবিরে যোগ দেন, জেএমএম বিধায়ক সীতা। সেখানে হাজির ছিলেন ঝাড়খণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক লক্ষীকান্ত বাজপেয়ী। সূত্রের খবর, দুমকা লোকসভা কেন্দ্রের সীতাকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি।

দুমকা জেলার জামা কেন্দ্রের তিন বারের বিধায়ক সীতা জেএমএম প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রয়াত দুর্গা সোরেনের স্ত্রী। হেমন্ত সক্রিয় রাজনীতিতে আসার আগে দুর্গাই ছিলেন শিবুর রাজনৈতিক সহকারী। বিধানসভাতেও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ২০০৯ সালে দুর্গার মৃত্যুর পরে সক্রিয় রাজনীতিতে এসেছিলেন সীতা।

গার্ডেনরিচে নওশাদ পৌঁছতে সমস্যা, অভিযোগ নিয়ে ছুটে এলেন স্থানীয়রা

এখানে রাজনীতি করতে আসিনি: বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কারও প্রশ্ন স্যার আমাদের কী হবে? কারও আবার প্রশ্ন বাড়ি ভাঙলে যাব কোথায়?

মঙ্গলবার সকালে গার্ডেনরিচে দুর্ঘটনাস্থলে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদকে দেখে সমস্যা নিয়ে ছুটে এলেন স্থানীয়রা।গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁকে সামনে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্ক ভরা গলায় একরাশ প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। উগড়ে দিলেন অভিযোগ। এই সব অভিযোগ নওশাদ শুধু শুনলেন তাই নয়, প্রয়োজনে সমস্যার কথা তাঁকে ভবিষ্যতে জানানোর জন্য এলাকাবাসীদের নিজের ফোন নম্বরও দিয়ে আসেন বিধায়ক। মঙ্গলবার আইএসএফ নেতা তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি গার্ডেনরিচের ঘটনাস্থলে পা রাখ তেই কেউ প্রশ্ন করেন, 'স্যার আমার কী হবে?' আবার কেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তাঁদের বাড়ি ভেঙে দেওয়ার কথা জানতে পেরে। মাথা গোঁজার আশ্রয় হারানোর ভয়ে ওঁদের প্রশ্ন, 'বাড়ি ভেঙে দিলে আমরা যাব কোথায়?'

রবিবার মধ্যরাতে হঠাৎ গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়ে বহুতল। আশপাশে থাকা ঝুপড়ির উপরে ভেঙে পড়ে সেটি। মৃত্যু হয় একাধিকের। এখনও চলেছে সেই উদ্ধারকাজ। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন নওশাদ সিদ্দিকি। আহতের পরিবারের পাশাপাশি এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। অভিযোগ, ঘটনাস্থলে প্রথমে বাধা পেতে হয় বিধায়ককে। পরে পুলিশের তৎপরতায় ভিতরে ঢোকেন তিনি।

এ দিন, নওশাদ ঘটনাস্থলে যাওয়ার পরই প্রথমে জানিয়ে দেন তিনি কোনও রাজনীতি করতে আসেননি। বলেন, 'এটা রমজান মাস। আমার যে সব ভাইরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের জন্য এসেছি। আর কোনও কারণ নেই।'

এদিকে যখন এলাকাবাসীর সঙ্গে নওশাদ কথা বলছেন সেই সময় পিছন থেকে পুলিশ তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। সেই সময় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিধায়ক তখন তাঁদের শান্ত হতে বলেন। সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে জানান, 'ওনাদেরও অবস্থা শঙ্খের করাতের মতো। কিছু নিয়ম মানতে হয়। আমরা হয়তো রাগ দেখাই। এখানে কোনও রাজনীতি নেই।' এরপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একজনের ফোনে নিজের নম্বর সেভ করে দিয়ে বলেন, 'এখ ানে টেক্সট মেসেজ করবেন। যা অভিযোগ সবটা জানাবেন।' এরপর ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে এসে নওশাদ বলেন, 'শুধুমাত্র প্রোমোটারকে গ্রেপ্তার করিয়ে জনরোষ থামানো যায় না। এই অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করতে হবে। এখানে অনেকের সঙ্গে কথা বললাম তাঁরা বাড়ির মহিলাদের অন্য জায়গায় রেখেছেন। এই সকল ক্ষতিগ্রস্তদের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।'

কলকাতার কোথায় বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে, তদারকি করবেন ওয়ার্ড অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়া বহুতল যে বেআইনিভাবে নির্মাণ হয়েছিল তা মেনে নিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে বেআইনিভাবে পাঁচ তলা বিল্ডিং একটা লোকালয়ে উঠে গেল, আর পুরসভা জানতে পারল না, তা কখনও হয়। গোটা ঘটনায় আঙুল উঠেছে কলকাতা পুরসভার দিকেই। আর তারপরেই কলকাতা শহর জুড়ে বেআইনি নির্মাণের উপর নজরদারি করতে ওয়ার্ড অফিসারদের কাজে নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের ডিজির সঙ্গে বৈঠক করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেই বৈঠকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ১৫ নম্বর বোরো এবং ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে শো-কজ করেছে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের জবাব দিতে বলা হয়েছে। গার্ডেনরিচের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কড়া পদক্ষেপ করতে মেয়রের উদ্যোগে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুরসভা। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এখন থেকে প্রতি দিন সকাল সাড়ে ১০টায় অফিসে ঢুকেই ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা নিজেদের ওয়ার্ড পরিদর্শন করবেন। সেই ওয়ার্ডের কোথাও কোনও বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার বোরো-১৫-র চেয়ারম্যান রঞ্জিত শীল দাবি করেছেন, 'গত দেড়-দু'মাসে ২০টির বেশি বাড়ি বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে ভাঙা হয়েছে। এই ঘটনার পর কলকাতা পুরসভা বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে।' সে ক্ষেত্রে মেয়রের বৈঠকের পর গৃহীত সিদ্ধান্ত যথেষ্ট কার্যকরী হবে বলেই মনে করছেন শাসকদলের কাউন্সিলরদের একাংশ। তবে কলকাতা পুরসভার একটি সূত্রের দাবি, ১৫ নম্বর বোরো বা গার্ডেনরিচ অঞ্চলে গত এক বছরে ৩০০-র বেশি নোটিস দেওয়া হয়েছে। তবে কলকাতা পুরসভার অফিসারদের ওয়ার্ডে বেআইনি নির্মাণ পরিদর্শন ও নোটিস দেওয়াকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছেন ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। তিনি বলেন, 'এখন মুখ বাঁচাতে নাটক করছে কলকাতা পুরসভা।'

সজল বলেন, 'চাপে পড়ে কলকাতা পুরসভা দাবি করছে, তারা গত কয়েক মাসে ৮০০টি বেআইনি বাড়ি কলকাতা শহরে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু আমরা প্রশ্ন তুলছি, যে ওই বাড়িগুলির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?'

বহুতল ভাঙার জের! পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের ৪ জনকে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ায় প্রশ্নের মুখে কলকাতা পুরসভা। এই পরিস্থিতিতে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগে চার জনকে বদলি করে দেওয়া হল। বদলে অন্য বিভাগ থেকে বিল্ডিং বিভাগে আনা হয়েছে নতুন চার জনকে। রবিবার গভীর রাতে গার্ডেনরিচের ব্যানার্জিপাড়া এলাকায় নির্মীয়মাণ বাড়ি ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। মঙ্গলবার সন্ধেও উদ্ধারকাজ চলেছে। একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কলকাতা শহরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কলকাতা পুরসভার বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার রাতেই সেখানে যান স্থানীয় বিধায়ক তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সোমবার সকালে পরিস্থিতি দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে পুরসভা এসে বিল্ডিং বিভাগের ডিজির সঙ্গে বৈঠক করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ।

ফাইল চিত্র

সেই বৈঠকে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৫ নম্বর বোরো এবং ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজ করে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের জবাব দিতে বলা হয়। মঙ্গলবার বিল্ডিং বিভাগের এক জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও তিন জন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে বিল্ডিং বিভাগের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে অন্য বিভাগে পাঠানো হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) দেবব্রত ঘোষকে বিল্ডিং বিভাগ থেকে সরিয়ে পাঠানো হয়েছে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-১ বিভাগে। তাঁর সঙ্গেই সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) শুভম ভট্টাচার্যকেও ওই একই বিভাগের পাঠানো হয়েছে। দু'জন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) সবুজ বিশ্বাস ও তন্ময় কুইল্যাকে যথাক্রমে জলবণ্টন বিভাগ এবং টালিনালা ও নগর বিকাশ বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

লোন আর ক্রেডিট কার্ডের ফোনে বিরক্ত বিচারপতিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোন আর ক্রেডিট কার্ডের ফোনে বিরক্ত খোদ বিচারপতিও। মঙ্গলবার ভরা এজলাসে এই বিরক্তির কথা জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। একটি মামলার শুনানির মধ্যে রাজ্যের কৌশলিকে বিচারপতি মান্থা জানান, 'প্রতিদিন সকাল থেকে সাত-আটবার করে দু'টো ব্যাঙ্কের নামে ফোন করা হচ্ছে। এটা রীতিমতো হেনস্থার পর্যায় পৌঁছেছে। দয়া করে একটা কিছু করুন।' আর এই সময় কোর্টরুমে ভর্তি আইনজীবী। অনেকেই সায় দিয়ে বলেন, তাঁরাও বিরক্ত। একই ধরনের ঘটনা তাঁদের সঙ্গেও ঘটছে।

এরপরই বিচারপতি মান্থা বলেন, 'এইভাবে ব্যাঙ্কের লোন ও ক্রেডিট কার্ড বলে রোজ ফোন করছে। হেনস্থা হচ্ছি। এমনকী নম্বর ব্লক করলে অন্য কোনও নম্বর থেকে সেই একই ভাবে কল আসছে। আবার কোনও কোনও নম্বর আইডেন্টিফাই পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। এইভাবে গত সপ্তাহ দুয়েক ধরে ফোনের জ্বালায় চরম নাজেহাল হচ্ছি।' সাধারণত বিচারপতিদের কাছে সকলে নালিশ করতে আসেন। বিচারপতির নালিশে এবার প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয় সেটাই দেখার।

বসন্ত এসে গেছে...

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন। ছবি: অদিতি সাহা

শিবু হাজরার নৈহাটিতে জমি কীভাবে? প্রশ্ন অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহানের অন্যতম সঙ্গী শিবু হাজরা কেন নৈহাটিতে জমি কিনেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখে ামুখি হয়ে অর্জুন সিংয়ের দাবি, সন্দেশখালির বাসিন্দা শিবু হাজরা নৈহাটিতে জমি কিনে ব্যবসা করছেন। অর্জুনের অভিযোগ, জমি কেনার ক্ষেত্রে সমস্ত দায়িত্ব ছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও পার্থ ভৌমিকের ওপর। তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের কত রোজগার তা নিয়েও ইতমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন সাংসদ। নৈহাটি ও সোদপুরে ফ্ল্যাট, একই সঙ্গে পাঁচটি পেট্রোল পাম্পের মালিক কী করে পার্থ ভৌমিক তার উত্তর খোঁজা হোক বলেছিলেন অর্জুন সিং। ফের একবার তৃণমূল প্রার্থীর সম্পত্তি নিয়েও এদিন তিনি প্রশ্ন তুললেন। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক বলেন, 'কে কোথায় জমি কিনবে, সেই খবর রাখা কি একজন মন্ত্রী কিংবা বিধায়কের কাজ নাকি। ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের পাশাপাশি এদিন তিনি বীজপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সুবোধ অধিকারীকেও নিশানা করেন। বীজপুরের বিধায়ক আয়কর প্রদান ফাইলে লভ্যাংশ দেখাচ্ছেন সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। অথচ তার সম্পত্তি পরিমান দু'বছরে আট কোটি টাকা হল কী করে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ। যদিও এপ্রসঙ্গে বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর সাফাই, 'বাপ-ঠাকুরদার সম্পত্তি আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে। ৫০ বছর আগে সম্পত্তির মূল্য যা ছিল, সেটা বর্তমানে তো বাড়বেই।'

'কালীঘাটের কাকু'-র কণ্ঠস্বর পরীক্ষার রিপোর্ট মিলবে কবে?

ইডির চিঠি সিএফএসএল-এ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বহু ধরনের টালবাহানার পর সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন ইডির আধিকারিকেরা। এরপর তা পাঠানো হয় সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাব বা সিএফএসএল-এ। এরপর প্রায় তিন মাস হতে চলল। রিপোর্ট এখনও হাতে পায়নি ইডি। এদিকে কিছুদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহাও এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনার রিপোর্ট কবে পাওয়া যাবে তা জানতে চেয়ে সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাব বা সিএফএসএল-এ চিঠি পাঠানো হল ইডি-র তরফ

থেকে।

সূত্রের খবর, এই চিঠি পাঠানো হয়েছে সিএফএসএলের দিল্লির দপ্তরে। জানা গিয়েছে,ইডি-র চিঠি পৌঁছেও গিয়েছে সিএফএসএল-এ। ইডি সূত্রে খবর, এটাই প্রথম চিঠি সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাব বা সিএফএসএল-এ পাঠানো হচ্ছে তা নয়, এর আগেও একাধিকবার কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে ইডি।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বারবারই ইডির তরফে দাবি করা হয়েছে, সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠের নমুনা এই মামলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তদন্তকারীদের হাতে একটি অডিয়ো ক্লিপ এসে পৌঁছয়। এরপরই কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠের নমুনা পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ইডির জন্য। এদিকে মাস তিনেক হয়ে গেলেও এখনও রিপোর্ট না আসায় তদন্তের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ইডি আধিকারিকদের।

আদালত অবমাননার রুল জারি করেছিল হাইকোর্ট

একক বেঞ্চের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে দাড়িভিট কাণ্ডে ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাড়িভিটের গুলি কাণ্ডে এবার ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিআইজি সিআইডির বিরুদ্ধে রুল জারি করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের তরফ থেকে। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি মান্থার এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। মামলা দায়ের করার অনুমতি চাওয়ার পর ডিভিশন বেঞ্চ মামলা করার অনুমতিও দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে রুল ইস্যু করে হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দিয়েছিলেন, আগামী শুনানিতে এই আধিকারিকদের আদালতে হাজির হয়ে জানাতে হবে কেন তাঁদের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট পদক্ষেপ করবে না।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে এক স্কুলে বাংলার শিক্ষক চেয়ে সরব হয় পড়ুয়ারা। এই ঘটনাকে সামনে রেখে তুমুল অশান্তির অভিযোগ ওঠে স্কুল ক্যাম্পাসে। পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠে গুলি চালানোর অভিযোগ। দুই প্রাক্তন ছাত্র মারা যায়। নিহতদের পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের গুলিতে এই মৃত্যু হয়। যদিও পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয় প্রথম থেকেই। প্রথম থেকে সিআইডি এই ঘটনার তদন্ত করছিল। তবে আদালত ১০ মাস আগে এই মামলার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে দেয়। কিন্তু সিআইডি এখনও এনআইএ-র হাতে কিছু নথি তুলে দেয়নি বলে আদালতে জানানো হয়। একইসঙ্গে নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নির্দেশও রাজ্য পালন করেনি বলে অভিযোগ আসে। এরপরই রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে রুল ইস্যু করে হাইকোর্ট। ৫ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি। তবে তার আগেই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের শরনাপন্ন হল রাজ্য।

ডিএ মামলার শুনানি নিয়ে আইনজ্ঞদের দ্বারস্থ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-এর দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছেন রাজ্যের সরকারি কর্মীদের একাংশ। এমনকী এর জন্য দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আন্দোলনের পথেও নেমেছেন। এদিকে সোমবার ডিএ মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছিয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকারি কর্মচারি পরিষদের সভাপতি দেবাশিস শীল বলেন, 'আমরা হতাশ। আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছি যে কী ভাবে মামলাটির শুনানি করা যায়।'

রাজ্যের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই ধাপে ধাপে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৩-এর বাজেট অধিবেশনে এই সংখ্যাটা ছিল ৩ শতাংশ। ২০২৩-এর বড়দিনের আগে এক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন।

এরপর ২০২৪-এর বাজেটে ডিএ বাড়ানো হয় আরও ৪ শতাংশ। এতেও চিঁড়ে ভিজছে না । কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-এর দাবিতে এখনও অনড় রাজ্যের সরকারি কর্মীদের একাংশ।

প্রসঙ্গত, এই ডিএ নিয়ে স্টেট অ্যাডমিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল বা স্যাট-এ জয় হয় রাজ্যের সরকারি কর্মীদের।

এরপর মামলায় জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। ডিভিশন বেঞ্চেও জয় হয় রাজ্যের সরকারি কর্মীদের। এদিকে কলকাতা হাইকোর্টে রায় পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানানো হয় রাজ্যের পক্ষ থেকে। যদিও তা খারিজ হয়ে যায়। এরপর ডিএ নিয়ে একটি এসএলপি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়।

এরপর সুপ্রিম কোর্টে এই মামলাটি পিছিয়েছে একাধিকবার। আর এই প্রসঙ্গেই রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদের সভাপতি দেবাশিস শীল বলেন, 'আমরা হতাশ'। ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রথম সুপ্রিম কোর্ট ওঠে ডিএ মামলা। এরপর তারিখ মেলে সেই বছরই ৫ ডিসেম্বর। কিন্তু, সেই দিনও মামলাটি পিছিয়ে তারিখ দেওয়া হয় ১৪ ডিসেম্বর। এরপর ২০২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি, ১৩ মার্চ, ২১ মার্চ, ১১ এপ্রিল, ২৮ এপ্রিল, ১৪ জুলাই এবং ৩ নভেম্বর মামলাটি ওঠে সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু, মামলাটির প্রেক্ষিতে সুরাহা হয়নি। এরপর আরও কয়েকবার সুপ্রিম কোর্টে ওঠে ডিএ মামলা এবং তা পিছিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, রাজ্যের সরকারি কর্মীরা ইতিমধ্যেই রাজ্যের ঘোষণা করা বর্ধিত ডিএ পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী আগেও জানিয়েছিলেন, রাজ্যের সরকারি কর্মীরা তাঁর কাছে পরিবারের মতো। ডিএ বৃদ্ধির সময় তিনি এও বলেছিলেন, 'ডিএ ঐচ্ছিক বিষয়। বাধ্যতামূলক নয়।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণায় যখন রাজ্যের সরকারি কর্মীদের একাংশের মধ্যে খুশির ঢেউ সেই সময় অপর অংশ আইনি লড়াই করছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চও ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট ডিএ মামলার প্রেক্ষিতে ঠিক কী নির্দেশ দেয়, এসএলপি নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এখন সব নজর সেই দিকেই।

পিএসসির নিয়োগ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পিএসসির নিয়োগ নিয়ে এবার অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম নির্দেশ দেন, সব শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে রাজ্যকে। এমনভাবে কাজ করতে হবে, যাতে স্বচ্ছতা থাকে। তাঁর সংযোজন, 'গোটা রাজ্যে বহু প্রার্থী অপেক্ষা করে আছেন। এর আগে চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছিল, পরে আদালতের নির্দেশে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে।' একইসঙ্গে এদিন বিচারপতি এও জানান, 'চেয়ারম্যান ও বাকি সদস্যদের উদ্দেশ্য হবে এমন কাজ করা, যাতে নিয়োগ স্বচ্ছ হয়। যেন সাধারণ মানুষের আস্থা থাকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে।' এদিকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে। সবাই লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে। আগামী ৯ মে এই নিয়োগ সম্পর্কে পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, পিএসসি-র চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগের জন্য মামলা হয়েছিল। এর আগের শুনানির দিন চেয়ারম্যানের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। এরপর রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। অন্য দিকে, মামলাকারীর আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, নিয়োগ করার আগে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। স্বচ্ছতা আনতে হবে।

শুনানি চলাকালীন এজি কিশোর দত্ত জানান, আইন অনুযায়ী যাতে কাজ হয়, সেটাই করা হবে। তবে প্রধান বিচারপতি জানান, সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে কোনও নির্দেশ দেওয়া যায় না, এটা সাংবিধানিক অফিস।

সম্পাদকীয়

কাজের জগতে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধু আইন নয় প্রয়োগে জোর দিতে হবে

ভাষা নদীর ধারার মতো। বহতা নদীর মতোই বাংলা ভাষার মূল ধারার সঙ্গে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা এসে মিশেছে। পরবর্তী কালে উপনদীর মতো উপভাষা, বিদেশি ভাষাকে আত্মস্থ করে বাংলা ভাষা এগিয়ে চলেছে। কখনও বিদেশি ভাষাকে সরাসরি গ্রহণ করেছে, আবার কখনও বিদেশি ভাষাকে বিবর্তিত করে গ্রহণ করেছে। অন্যান্য বিদেশি ভাষার কারণে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব সঙ্কটের কারণ নেই। কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে তা আছে, এই ভাষার পৃথিবীব্যাপী গ্রহণযোগ্যতার কারণে। আর দেশীয় হিন্দি থেকে ভয়, কারণ এই ভাষার প্রতি সরকারি বদান্যতা ও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম। তবে মাৎস্যন্যায়ের আতঙ্ক বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ততটা প্রকট নয়, কারণ ভাষাটির বিশালত্ব; ওই ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যের বৃহৎ পরিধি, বিশ্বে সংখ্যার নিরিখে বাংলাভাষীদের স্থান পঞ্চমে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সময় বাংলার কথা মনে করতেই হবে। তবে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রায় সমস্ত কিছুই পুঁজি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাংলা ভাষা সাহিত্য বিক্রির বাজার দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি অতটা নিয়ন্ত্রিত নয়। শিবরাম চক্রবর্তীর মতো সাহিত্য-পাগল লোকের সংখ্যা এখনও কম নয়। বইমেলা বা সমাজমাধ্যমে তাঁদের দেখা মেলে। এখন কাজের জগতে বাংলা ভাষার ব্যবহার বেশ কয়েকটি রাজ্যে স্বীকৃত। মাতৃভাষা বটবৃক্ষের মতো। এই মহীরুহের প্রভাব বিস্তার প্রতিফলিত হত, যদি কাজের জগতে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধু আইন তৈরিতে থেমে না থেকে প্রয়োগে জোর দেওয়া হত। এই প্রয়োগের প্রবণতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। যেমন, আগে ব্যাঙ্কের অনেক ফর্মে বাংলা ব্যবহৃত হত। এখন দেখা যায় না। আর একটা কথা, বাংলা ভাষা; মাতৃভাষা শুধু কি শখের ভাষা? ইংরেজ আধিপত্য যখন মধ্য গগনে, তখন এই বাংলায় কথা বলা দিকপালরা সাহিত্য, বিজ্ঞান-সহ বহু ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক হয়েছেন। বাজার বাধা হয়নি। এখনও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। অতএব বাংলা ভাষাতে গর্বিত হতে বাধা নেই। শুধু প্রয়োজন ইচ্ছা ও মানসিকতা।

আনন্দকথা

এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে, 'পালাও, পালাও'; শিষ্যটি তবুও নড়ল না। শষে হাতিটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। ''এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে ওক কেউ জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি হাতি আসছে শুনেও কেন চলে গেলে না?' সে বললে, 'গুরুদেব আমায় বলে দিয়েছিলেন যে, নারায়ণই মানুষ, জীবজন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতি নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই। গুরু তখন বললেন, 'বাবা, হাতি নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য;

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

অলকা ইয়াগনিক

১৯৫১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মদনলালের জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অলকা ইয়াগনিকের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী গায়ত্রী জোশীর জন্মদিন।*

বলছি বাংলা সংবাদপত্রের কথা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

গোটা প্রিন্ট মিডিয়ার কথা বলছি না। তাহলে তো অনেক কথা বলতে হয়। কারণ এই মিডিয়ায় অনেক কিছুই পরে। মানে বই (পাঠ্য ও অন্য বই), নানা রকম ম্যাগাজিন, দলিল দস্তাবেজ, অফিসিয়াল কাগজ (সরকারি/বেসরকারি) নিউজ পেপার ইত্যাদি। আজ আলোচনা করছি প্রিন্ট মিডিয়া বলতে সবচেয়ে আগে যেটা মনে পড়ে সেই প্রতিদিনের খবরের কাগজের কথা। আরোও ভালোভাবে বলছি বাংলা সংবাদপত্রের কথা।

হ্যাঁ,আপনি ঠিকই ধরেছেন। খবরের কাগজের বর্তমান হাল হকিকত আজ বেহাল দশা। আমরা জানি 'কোভিড ১৯' হওয়ার পর কিভাবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার মন্দা দেখা দিয়েছিল। যার আঁচ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মত প্রিন্ট মিডিয়ার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র এই প্রতিদিনের খবরের কাগজের উপরেও চরম ভাবে পড়েছে। মানে বুঝতে পারছেন কত হাউসের কত কর্মসংস্থান! ভাবলে শিউরে উঠবেন। আপনি হয়তো ভাবছেন সব ক্ষেত্রেই হয়েছে। এ আর নতুন কি! এর থেকে ঘুরে দাঁড়ানোই তো হলো আসল পরীক্ষা। সবাই পারছে। তাহলে প্রিন্ট মিডিয়ার মানে প্রতিদিনের খবরের কাগজের কথা নিয়ে শুধু অযথা হতাশার কি আছে! আপনি হয়তো ঠিকই ভেবেছেন। মানে আপনার ভাবনায় 'হয়ত' আছে এই যা। বলছি, কারণ কি জানেন এই খবরের কাগজের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক কিছু। অনেক অনেক কিছু। এর আরও অল্টারনেট আছে আপনার কাছে। আপনি কোভিড কালে খবর পড়েননি কিন্তু টেলিভিশনে দেখেছেন। মানে আপনি বিকল্প প্ল্যাটফর্ম পেয়ে গেছেন। যারা খবরের কাগজের হাউসের লোক হয়তোবা তারাও বিকল্প কাজ পেয়ে গেছেন। কিন্তু এর সঙ্গে তো শুধু ওই মানুষগুলি জড়িত নন। সাথে বিজ্ঞাপন, রাইটার,বিক্রেতা, পাবলিশিং ডিপার্টমেন্ট, এডিটোরিয়াল বডি, মালিক, ম্যানেজমেন্ট, প্রিন্ট, মার্কেটিং আরো আরো কত বিষয় জড়িত। আপনি বলবেন এ আর নতুন কি। এ তো সব ক্ষেত্রেই হয়েছে। ক্ষতি ক্ষতি আর ক্ষতি! কিন্তু ফারাক আছে। অন্য ক্ষেত্রের ক্ষতি 'করোনা' চলে গেলে খুব অল্প সময়েই মিটেছে। কারণ সব কিছু প্রয়োজনেই স্বাভাবিক হয়েছে। মানে প্রোডাকশন এবং প্রয়োজন একে অপরের অভাব পূরণ করেছে তাই সমস্যা তিন চার বছরের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়েছে।

প্রতিদিনের খবরের কথা কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ মানুষের এই খবরের কাগজ পড়াটা স্বেচ্ছাধীন বিষয়। আবার প্রথমেই বলেছিলাম যে তার উপর আছে বিকল্প ব্যবস্থা- মানে টেলিভিশন। অভ্যাস সেই করোনা কাল থেকে পাকাপাকিভাবে মনে আসর পেতেছে। সঙ্গে আবার সেলফোনের (মোবাইলের) রমরমা তো আছেই। মানে মুঠোতে বিশ্ব। তাহলেই দৈন্য দশা কেমন বুঝতেই পারছেন। না, রাইটারের কথা আমি বলবো না। কারণ নিজে রাইটার হয়ে তথা সব হাউসে প্রায় চেনা পরিচয় নিয়ে কি করে ভেতরের কথা বলি! সরি, আমাকে ক্ষমা করবেন। এটুকু বলতে পারি লেখা একটা নেশা। বিদেশ হলে হয়তো হতেও পারতো পেশা। ব্যস। আজকে না হয় পাঠক হয়ে কথা বলি। ভুল বললাম। বরং তার আগে 'লেখক কেমন পাঠক' সেই ভাবধারার কথা-ই না হয় এখন ব্যক্ত করি। এ কেমন লেখক যে নিজের লেখা ছাড়া পরে না। এ কেমন লেখক যে নিজের সাবজেক্ট ছাড়া পড়ে না। এ কেমন লেখক যে রাজনীতি পরে না। যে সিনেমার খবর পড়ে না,যে বিজ্ঞাপন দেখে না,যে রান্না বান্না দেখে না,যে রাশিফল, অমৃতকথা, ফ্যাশন, খেলা, রাজ্যের, জেলার, শহরের খবর পড়ে না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেই লেখককে। উত্তরে বললো — জাস্ট ভালো লাগে না। তাহলে কি পেপারে কি পড়তে ভালো লাগে? উত্তরে বললো পোস্ট এডিটোরিয়াল। মানে সম্পাদকীয়। আর আপনার বাড়ির? বললো — একটা প্রথম শ্রেণীর খবরের কাগজ আসে। জানলায় নয়টা দশটা অবধি থাকে। কিভাবে সেটা খাট অবধি যায় জানি না। এগারোটা বারোটা অবধি সেটা পড়েই থাকে। তারপর লাঠ খায়। এরপর ৮৮ বছরের বয়স্ক বাবা সেটা পড়ে। খালি চোখে পারে না। চশমা দিয়ে পড়ে। আর চশমা ছাড়া যারা পারে তারা কেউ পড়ে না। আগে ইংরেজি কাগজ আসতো, এখন আসে না। হয়ত তেমন কোনো অফার নেই বলেই আসে না। আর আপনি? বললো — আমি

প্রতিদিনের খবরের কথা কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ মানুষের এই খবরের কাগজ পড়াটা স্বেচ্ছাধিন বিষয়। আবার প্রথমেই বলেছিলাম যে তার উপর আছে বিকল্প ব্যবস্থা- মানে টেলিভিশন। অভ্যাস সেই করোনা কাল থেকে পাকাপাকিভাবে মনে আসর পেতেছে। সঙ্গে আবার সেলফোনের (মোবাইলের) রমরমা তো আছেই। মানে মুঠোতে বিশ্ব। তাহলেই দৈন্য দশা কেমন বুঝতেই পারছেন। না, রাইটারের কথা আমি বলবো না। কারণ নিজে রাইটার হয়ে তথা সব হাউসে প্রায় চেনা পরিচয় নিয়ে কি করে ভেতরের কথা বলি! সরি, আমাকে ক্ষমা করবেন। এটুকু বলতে পারি লেখা একটা নেশা। বিদেশ হলে হয়তো হতেও পারতো পেশা।

ব্যাতিক্রম নই। নিজেকে ধরেই বললাম।

এ হাল সর্বত্র। খবরের কাগজের নেশা কেটে গেছে অডিও ভিজ্যুয়াল এর মারাত্বক বাড়াবাড়ির দৌলতে। টেলিভিশন থেকেও সাংঘাতিক হয়েছে মুঠোফোনে। সব জানে। যাকে বলে চ্যাংড়া তৈরি করছে এই মাধ্যম। কারণ সবাই খারাপ টাই নিচ্ছে। নিচ্ছে আট থেকে আসি। ফেসবুক -এ 'অরণ্যজ' এর অমৃতা ম্যাডাম ধরা পড়লো তো সেদিন! তাও উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ব্যবসা একটা আছে তা বোঝা যাচ্ছে। কি সেই' অরণ্যজ ?' একটি সংস্থা। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় ফেলেছে। এই সংস্থার সহযোগী সহ শিক্ষক অমৃতা ম্যাডাম দুর্দান্ত এনার্জি আর ইংরেজি নিয়ে সকলের জন্য শিক্ষা প্রসারে সুন্দরবনে কিছু স্কুলছুট ছেলেমেয়ে নিয়ে পড়াচ্ছে। সঙ্গে অভিভাবকদেরও বোঝাচ্ছে। নিত্যদিনের সেই ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে মিলিয়ন এ। অনেক কথা বলার আছে ওদের। তবু ব্যাক্তিমতে ব্যবসাটা সৎ পথে করছে সবকিছু ঢেকে ও আগলে। ভালো। এরকমই বা ক'জন করে! ভালোর জন্যে প্রিন্ট মিডিয়া হ্রাস হলে মানা যায় কিন্তু অনাগ্রহ যদি আরো খারাপ সঙ্গে মেশে তবে সে দুঃখ ভয়ানক আকার নেয়।

অনাগ্রহ এবার সারা পাঠকে বিচার করুন! আর ভাবুন বাংলা খবরের কাগজের হাউসের কথা। ভাবুন আমদের জীবনের কি করে চলবে প্রতিদিনের একদিন? কি কলমে লিখবে বর্তমান পরিস্তিতি। আজকালের এই অবস্থা এই সময়ে এ বেশ ভাবাচ্ছে? কোনো স্টেটমেন্ট যাচ্ছে আমাদের সমাজে! এটা ভালো সুখবর নয় — আমাদের দিনের লিপিতে। আমরা বেশ বুঝতে পারছি আমাদের পড়ার বাজারে তেমন আর আনন্দ নেই। তাও বড় হাউজে অনেক টেকনিক আছে। তবে ভাবুন বাংলা কাগজের ছোট হাউসের কথা। ৩ থেকে ৫ টাকায় অতগুলো খবরের সাদা পাতাও তো পাওয়া যায় না। একটা এ ফোর সাইজের জেরক্স করতে লাগে দেড় টাকা। এবার ভাবুন! একবার ভাবুন! আপনি ভাবছেন — আপনি সচেতন বলে। কিন্তু হয়তো বা দেখা গেলো বাড়ির মেজ ছেলেটা সেভাবে হয়তো ভাবছে না। কারণ সে নাকি কোনো একটি বড় হাউজের বাংলা কাগজ পড়া ছেড়েছে — জাস্ট ফাস্ট পেজে পুরোটাই জুতোর বিজ্ঞাপনের জন্য। তার বক্তব্য ঘুম থেকে উঠে দেখবো জুতোর ছবি। এ কি! পড়লাম না ওমন পেপার। আপনিও হয়ত সায় দেবেন। আপনি আপনি করে বহু আপনি মিলে এক ভাবেই...। কিন্তু কেনো বিজ্ঞাপন দিতে হলো একবার ভেবেছেন? আর পাতাটা উল্টালে তো আবার সেই প্রথম পেজ-ই পাবেন। তবে? এত ভাবছেন! জানেন সেদিন সব থেকে পেপারটা বেশি বিক্রি হয়েছে। কারণ অনেক বেশি পেজ। এ যারা একেবারে পেপার পরে না, ভাষাও বোঝে না, জাস্ট বোঝে বেশ ওজন তো অনেক পেজ। অনেক কাজে লাগবে। ফলের ঝুড়িতে দিতে লাগবে। কাঁচ পুছতে লাগবে। মেঝে তৈরি করে পুরনো সেই বেশি পেপারের সংখ্যা-ই লাগে। এ রকম কত আছে। এটা কম হলো? ব্যবসাও হলো, টিকেও গেলো। আর নইলে? নইলে গেল! আপনি আমি আফসোস করবো ওই কাগজ তো বেশ ছিল কেনো যে বন্ধ হলো কে জানে? আরে মহাশয়, তিন টাকার পেপার তৈরি করতে লাগে প্রায় ১৪/১৫ টাকা। বিজ্ঞাপন ছাড়া তা উঠবে কি করে? আর আপনি জুতোর মুখ বলে দূরে করছেন! আপনি হয়তো জানেন না সেদিনই সেই বিজ্ঞাপনে বাড়ির মেয়ে বউরা পেপারটা বেশি দেখেছে। হয়তোবা সেই দিনই প্রথম পেপারটা ছুল। আর সেই হিরিকে জুতো কোম্পানির ও লাভ হলো। মানে কত কিছু জড়িয়ে ভাবতে পারছেন! সবথেকে বড় কথা হলো বাড়ির মেয়ে বউদের পেপার দেখার আগ্রহ বেড়েছিল সেই দিন থেকেই। কই — 'আজকে দিয়েছে?' 'আজকে দিয়েছে?' — এই রব এই আগ্রহ কম কিছু! না আজকে দেয় নি। দিয়েছে প্রথম পেজে ভূমিকম্পে ভয়ানক মৃত্যুর খবর। সে অন্য খবর দেখতে গিয়ে এই ভয়াবহতা দেখলো। কি দুঃখের ব্যাপার। এবার থেকে সে রোজ দেখে। আগের দিন টিভি না দেখেই জানতে চায় আজকে আবার কি মর্মান্তিক খবর আছে কে জানে! তাহলে কি জুতোর বিজ্ঞাপন খারাপ কিছু করলো?

না, খারাপ কিছু করেনি। ভালোভাবে নিলে ভালো। নইলে সব কিছুতেই আগ্রহ হারাবে। আজ আমি অন্য মিডিয়ার কথা বলছি না। তবে তাদের কত দুর্দশা ভাবুন! তবুও আশার কথা হলো এত কিছুর পরেও মানুষ পেপার পড়ে এক অলীক টানে। তাও অনেক লক্ষ লক্ষ মানুষ। এ কম কথা নয়। কিছু জাদু তো আছেই। সেই সোদা গন্ধ, হালকা ইমেজ, চায়ের চুমুক — সঙ্গে পেপার। অনেকটা — মেজাজটাই তো আসল রাজা আমি রাজা নই। এখন লক্ষ্য একটাই সেটা আবার শুধুমাত্র বাণিজ্য ও বুদ্ধিজীবীর না হয়! বুদ্ধিজীবীদের সম্মান দিয়েই বলছি তেমন হলে জানা নেই কি হয়! তবে অনেকটা - ই আছে ভয়! বিস্ময়!

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

রক্তপাতহীন ভোট

সুদীপ ওম ঘোষ

ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু বাংলার গায়ে কলঙ্কের দাগ লেগেই থাকে। যেখানে আমরা দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছি আমরা মহাকাশে চলে যাচ্ছি আমরা উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছি সেখানে আমরা বাঙালিরা এখনো ভোট এলেই মারামারি করি। সেটা স্কুল নির্বাচন হোক বা পঞ্চায়েত, বিধানসভা ভোট হোক বা লোকসভা মারামারি গন্ডগোল রক্তপাত যেন আমাদের ভোটের চেনা ছবি। যেটা অন্য রাজ্যে গেলে আমাদেরকে নিয়ে খিল্লি করা হয়। একটাই প্রশ্ন করা হয় এতটা হিংস্র কেন আমরা হয়ে উঠি? আমরা রাজনীতিতে যেগুলো আগে অন্য রাজ্যে ঘটতে দেখতাম সেগুলো এখন আমাদের রাজ্যে দেখছি কিন্তু অন্য রাজ্যে তো ভোটে কোন মারপিট, রক্তপাত, গন্ডগোল অশান্তি হয় না সেটা দেখে কেন শিখছি না? ঘুষ নেওয়া, খাটের তলায় টাকা বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে যাওয়া এগুলোতো অন্য রাজ্যে আমরা দেখতাম। ছোটবেলায় খবরের কাগজে পড়তাম, টিভিতে দেখতাম সেটাই এখন আমাদের এই রাজ্যে দেখছি। আমরা যদি ওগুলোকে দেখে অনুকরণ করতে পারি তাহলে ভোটে রক্তপাত হচ্ছে বা অশান্তি হচ্ছে সেটা কেন বন্ধ করতে পারছি না? হিংসা মুক্ত ভোট কেন আমরা করতে পারি না বা পাচ্ছি না? আজকের এই যুগে আজকের এই সমাজে আজকের এই পরিস্থিতিতে এসেও বাংলার এই রক্তপাত ভোট সত্যিই খুবই কষ্টদায়ক এবং বেদনাদায়ক। একজন মানুষ যেকোনো একটা রাজনৈতিক দলকে সাপোর্ট করতেই পারে কিন্তু দিনের শেষে জানতে হবে আমরা একই অঞ্চলে বসবাস করি আমরা একই রাজ্যের মানুষ আমরা একই দেশের মানুষ। রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের সুবিধা মতো যখন তখন দল পরিবর্তন করছে। সাধারণ দিন আনা দিন খাওয়া সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে। এটা সত্যিই খুবই দুঃখের।

স্মার্ট ফোন হাতে নিয়ে আমরা স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু ভোট এলেই আমরা যেন পিছিয়ে পড়ছি ৩০-৪০-৫০ বছর আগে। যে ট্রাডিশন শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে ভোটে রক্তপাত হিংসা মারামারি তা আজকের যুগেও সমানে চলছে এবং তা বেড়েই চলছে। যেটা সত্যিই খুব চিন্তার, উদ্বেগের এবং কষ্টের। কিভাবে যে এর থেকে মুক্তি হবে এটাই প্রতিটা সাধারণ মানুষের প্রশ্ন। কোন মায়ের কোল খালি হোক একটা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন দেশেই কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ

এটাকে সমর্থন করে না। দিনের শেষে তো আমরা সবাই মানুষ।

আবারও একটা ভোটের দামামা বেজেছে সামনেই লোকসভা ভোট। নির্বাচন কমিশন সমগ্র দেশে সাত দফায় নির্বাচন ঘোষণা করেছে এবং সাত দফাতেই পশ্চিমবঙ্গে ভোট হবে। শাসক দল

চেল্লামেল্লি করা শুরু করেছে। বিরোধীরা এটাকে স্বাগত জানিয়েছে। শাসক দল যখন বিরোধী ছিল এবং বিরোধী দল যখন শাসকে ছিল এই একই ছবি দেখা যেতো। এই রাজ্যে শাসক বদলায় কিন্তু ভোট হিংসা মুক্ত হয় না এটাই দুঃখের। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাই বলতে চাই সাত দফা না হোক অন্তত ১৭ দফা ভোট করে হলেও বাংলায় হিংসা মুক্ত ভোট হোক। কোনও রক্তপাত, কোনও হিংসা সাধারণ মানুষের উপর যেন নেমে না আসে। আমরা গর্ব করে বলি, আমরা বুক ফুলিয়ে চলি আমরা পৃথিবীর সব থেকে বড় গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। কিন্তু ভোট এলেই আচরণ করি আদিম মানুষের মতো, জঙ্গলের পশুদের মত। এবার মনে হয় এটা বন্ধ হওয়ার দরকার। রাজনৈতিক দলগুলো মানুষকে উত্তেজিত করে উস্কানি দেয় আর সাধারণ দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলো সেই ফাঁদে পা দেয়। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে একজন সাধারণ ভোটদাতা হিসেবে প্রার্থনা করব ২০২৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের রাজনীতি নতুন পথে এগোবে। না থাকবে কোনও হিংসা হানাহানি মারামারি। রক্তপাতবিহীন একটা ভোট হবে। মানুষ আনন্দে সত্যি সত্যি ভোট উৎসবে মেতে উঠবে। আজকে বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোনো বড় রাজ্যেই ভোটে হিংসা হয় না। সেটা বাঙালি হিসেবে আমাদের কাছে সত্যিই লজ্জার, কষ্টের, দুঃখের এবং অভিমানের। আমরা কি হিংসা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না? রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের পাতা ফাঁদে কেন আমরা বারবার পা দেই? দিনের শেষে তো আমরা সবাই ভাই ভাই। কেন আমরা নিজেদের মধ্যে অশান্তি পাকিয়ে আমরা আমাদেরই পরিবারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলি? সময় এসেছে এবং সেটা এবার ২০২৪ সাল থেকেই শুরু হোক। হিংসা মুক্ত ভোট।

একদিন ঝড় থেমে যাবে। পৃথিবী আবার শান্ত হবে। নিশ্চয়ই আমরাও হিংসা মুক্ত ভোট পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দিতে পারব। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে সেই আশা এবং প্রত্যাশা অবশ্যই আছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সন্দেশখালি ও দেগঙ্গার প্রসঙ্গে শাসকদলের নেতানেত্রীদের বিঁধলেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: হাবড়ার সভা থেকে সন্দেশখালি ও দেগঙ্গার প্রসঙ্গ টেনে শাসকদলকে একহাত নিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সিপিএমকেও করলেন কটাক্ষ।

হাবড়ার পল্লিমঙ্গল খেলার মাঠে বিজেপির কর্মিসভায় এসে শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন শাহজাহান, বাকিবুররা কাদের হাতে তৈরি? শুভেন্দু বলেন, 'মোতার্জা হোসেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা এবং রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর হাতে তৈরি বাকিবুর। আর সন্দেশখালির শাহজাহান শেখ কার সৃষ্টি, জানেন? মোসলেম শেখের। সিপিএমের সন্দেশখালির নেতা। ওরা নাকি বিরাট সৎ। একুশে বিধানসভা মতো লোকসভাতেও ওদের ভাগ্যে সেই শূন্যই লেখা আছে।'

শুভেন্দু বলেন, 'বনগাঁ, ব্যারাকপুর তো আমাদেরই রয়েছে। দমদম আগে আমাদের ছিল, ওখান থেকে জিততেন তপন শিকদার। বাকি রইল বসিরহাট, আর বারাসত। এবারে, উত্তর শূন্য করে দিতে হবে।' বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে মানুষের কাছে কী বলতে হবে, কর্মীদের সেই সম্পর্কে 'তালিম' দেওয়ার পাশাপাশি মঞ্চ থেকে শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে 'বাড়াবাড়ি' না করার পরামর্শও দিয়েছেন শুভেন্দু। হাবড়ার সভা থেকে নারায়ণ গোস্বামীর উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'অশোকনগরের এমএলএও বেশি ফাফড় করবেন না, গোরু পাচারে আপনার নাম আছে। একটু স্লো চলুন।' নাম না করে টেনে এনেছেন বারাসতের বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারের প্রসঙ্গও। শুভেন্দুর কথায়,'বারাসতের এমপির পিএ বাপি যা মাল তুলেছে এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত সাংসদও। আমি একথা বলেছিলাম বলে মানহানির মামলা করেছিল। পালটা আইনজীবীর চিঠিতে বাপ তোলার প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিতেই তারপর থেকে আমাকে আর খোঁচায়নি। বাপির (পিএ) বক্তাটা যদি খুলে দিই ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাকরি করা মুশকিল হয়ে যাবে!'

নাম না করে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকেও ডাকাত মন্ত্রী বলে আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। গার্ডেনরিচের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, 'মধ্যমগ্রামে যদি হাত দেন, গার্ডেনরিচের মতো কত ভুয়ো বিল্ডিং বেরবে! পুর দুর্নীতিতে উনি জড়িত। আমার কাছে তার প্রমাণ রয়েছে। প্রচারে সেগুলো বলব। কয়েকদিন আগে ইডি, সিবিআই ওকে বাড়িতে গিয়ে আদর করে এসেছে।'

বিজেপির দেওয়াল মুছে তৃণমূল লেখার অভিযোগ

পঞ্চায়েত নয়, বাঁদরামো চ্যাংড়ামো বরদাস্ত নয়, হুঁশিয়ারি সৌমিত্র খাঁর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপির দেওয়াল লিখন মুছে তার ওপর তৃণমূল লিখে দেওয়ার অভিযোগে সরব হলেন বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। মঙ্গলবার বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের গোরু হাটতলা এলাকায় প্রচারে গিয়ে বিষয়টি নজরে আসতেই তৃণমূলকে একহাত নেন সৌমিত্রবাবু। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তাপ বাড়ছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে। জমে উঠেছে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর প্রাক্তন স্বামী তথা বিজেপির প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর লড়াই। অভিযোগ পালটা অভিযোগ চলছে দু' তরফেই। এরই মাঝে এদিন বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের গোরু হাটতলা এলাকায় প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে বিজেপির দেওয়াল লিখন মুছে ফেলার অভিযোগ আনলেন সৌমিত্র খাঁ। এদিন প্রচারে বেরিয়ে তাঁর চোখে পড়ে বিজেপির দলীয় প্রতীক পদ্মফুল সাদা রঙ দিয়ে মুছে দিয়ে তার ওপর তৃণমূল লিখে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। বিষয়টি নজরে আসতেই গর্জে ওঠেন সৌমিত্র খাঁ।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'তৃণমূল জেনে রেখ এটা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন নয়। তাই কোনও রকম বাঁদরামো বা চ্যাংড়ামো রেয়াত করা হবে না।' বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনার পাশাপাশি পুলিশকেও এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান সৌমিত্র খাঁ। তৃণমূল বিজেপির দেওয়াল লিখন মুছে ফেলার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের দাবি, সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে লোক নেই। বিষ্ণুপুর লোকসভা থেকে তিনি তিন লক্ষেরও বেশি ভোটে হেরে যাবেন বুঝতে পেরে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

মালদায় ভোট ৭ মে

নির্বাচনী বিধি নিয়ে সর্বদল বৈঠক জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে কমিশন। এবারের লোকসভা নির্বাচন হবে সাত দফায়। মালদায় ৭ মে হবে নির্বাচন। আর এই লোকসভা নির্বাচনে আচরণ বিধি লাগু হওয়ার পরেই বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করল জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়ার উপস্থিতিতে এই প্রশাসনিক বৈঠক হয়। জেলাশাসকের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযূষ শালংখে। এদিন সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি সহ সমস্ত দলের প্রতিনিধিরা এই প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানেই নির্বাচনের আচরণ বিধি নিয়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনে আদর্শ আচরণবিধি কী রয়েছে, সেইসব বিষয়গুলি নিয়েই এদিন উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তাদের সামনে আলোচনা করা হয়েছে। মালদায় সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য কৌশিক মিশ্র বলেন, 'এদিন নির্বাচন কমিশনের যে সমস্ত আদর্শ আচরণবিধি রয়েছে সেগুলো নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে । তবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের পক্ষ থেকে তেমন কোন দাবি-দাওয়ার বিষয় আমাদের ছিল না। প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের পর প্রশাসন সমস্ত সহযোগিতা করার কথা আমরা জানিয়েছি।' জেলা তৃণমূল নেতা অভিষেক দাস বলেন, 'লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হতেই আদর্শ আচরণবিধি লাগু হয়ে গিয়েছে। সেইসব বিষয় নিয়ে মূলত এই দিন প্রশাসন আমাদেরকে জানিয়েছে। রাজনৈতিক প্রচার, মিটিং, মিছিল করার ক্ষেত্রে কী নির্দেশিকা নির্বাচন কমিশনের রয়েছে সেসব বিষয় নিয়েও মূলত এই দিন আলোচনা হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন যাতে মালদায় হয় সে কথাও আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.
করুণাময়ী শাখা, করুণাময়ী কমিউনিটি সেন্টার-তথা-কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ২য় তল, ব্লক - ইডি, সেক. II, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
ইমেল : info@samatabank.org

APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Cash Credit Loan A/c No.- CR-291

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি., সল্টলেক শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে **২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (২০০২ এর ৫৪)** এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **১৪.১১.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স খান এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইন্টিরিওর ডেকোরেশন, স্বত্বা - মহিদুল খান, পিতা প্রয়াত দাউদ খান, গ্রাম - অমরবেরিয়া, পো. ধালিরবাটি, থানা - ক্যানিং, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯, জামিনদাতা - শেখ নাসির মহম্মদ, পিতা - ফকির মহম্মদ, গ্রাম - রসিকপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১,** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২১,১৫,৩০৩.৯৮ টাকা (একুশ লাখ পনের হাজার তিনশ তিন টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) টাকা ২৯.০২.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ/বন্ধকদাতাকে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির **১৬.০৩.২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনওরূপ লেনদেন **সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি., সল্টলেক শাখার** নিকট বকেয়া **২১,১৫,৩০৩.৯৮ টাকা (একুশ লাখ পনের হাজার তিনশ তিন টাকা এবং আটানব্বই পয়সা) টাকা ২৯.০২.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৫ শতক বা ৩ কাঠা এবং তদস্থিত ৫ তলা ভবন কমবেশি মৌজা : বাহিরসর্বমঙ্গলা, জেএল নং ৪২, সাবেক খতিয়ান নং ২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ২৫/৮ এবং ১৯/৮, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ৯৬১৫ (পর্চা অনুযায়ী) সাবেক দাগ নং ২৭১৭, ২৭১৮ এবং ২৭২২, এলআর দাগ নং ১৫২৩৭, ১৫২৩৬, ১৫২৪১ অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৩১ (বর্তমানে হোল্ডিং নং ১৭৫), রসিকপুর, ওয়ার্ড নং ৩ বর্ধমান পুরসভা অধীন, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০১। দলিল নং ১-৭৩৩১,ভলুম নং ২১১, পৃষ্ঠা ১৯৫ থেকে ২০০-১৯৯৯ সালের। এডিএসআর -মানকর।
সম্পত্তি শেখ নাসির মহম্মদ, পিতা ফকির মহম্মদ এর নামে।

তারিখ : ১৬.০৩.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বর্ধমান — সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.
করুণাময়ী শাখা, করুণাময়ী কমিউনিটি সেন্টার-তথা-কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ২য় তল, ব্লক - ইডি, সেক. II, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
ইমেল : info@samatabank.org

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)] **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Cash Credit Loan A/c No.- CR-208

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে **২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন** (২০০২ এর ৫৪) এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **১৪.১১.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স হালদার কনস্ট্রাকশন স্বত্বা - হিমাদ্রি হালদার** (প্রয়াত) **সহ-বন্ধকদাতা - শ্রী নীলাদ্রি হালদার** পিতা সূর্য কুমার হালদার **জামিনদাতাগণ : ১) শ্রীমতি ঝুমা হালদার,** স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী হিমাদ্রি হালদারের (প্রয়াত) মাধবপুর, ডায়মন্ড হারবার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭৪৩৩৩১, **২) শ্রী সান্তনু ব্যানার্জি** পিতা শ্যামল ব্যানার্জি ৩৩/৩ এম বি রোড, বেহালা, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা - ৭০০০৬০, **আইনি উত্তরাধিকারীগণ - ১) শ্রীমতি রিয়া হালদার (নাবালিকা)** কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী হিমাদ্রি হালদারের (প্রয়াত) **এবং ২) মাস্টার রাহুল হালদার (নাবালক)** প্রয়াত হিমাদ্রি হালদারের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী, মাধবপুর, ডায়মন্ড হারবার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিনকোড - ৭৪৩৩৩১, কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৯৪,৪৫,০৪৭.৫০ টাকা (চুরানব্বই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতচল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ/বন্ধকদাতাকে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির **১৫.০৩.২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনওরূপ লেনদেন **সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি., সল্টলেক শাখার** নিকট বকেয়া **৯৪,৪৫,০৪৭.৫০ টাকা (চুরানব্বই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতচল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১৪৩৯ বর্গফুট এবং তদস্থিত ২ তলা ভবন কমবেশি মৌজা : মাধবপুর, জেএল নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ১৫৫, দাগ নং ১০২, এলআর দাগ নং ৪৩১, অবস্থিত ওয়ার্ড নং ৯ ডায়মন্ড হারবার পুরসভা, থানা : ডায়মন্ড হারবার, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৩১। দলিল নং ১-৩৫৪, ভলুম নং ৬, পৃষ্ঠা ১৬৫ থেকে ১৭০-২০০০ সালের। এডিএসআর -ডায়মন্ড হারবার।
সম্পত্তি ১. হিমাদ্রি হালদার (প্রয়াত), পিতা সূর্য কুমার হালদার এবং ২. শ্রী নীলাদ্রি হালদার, পিতা সূর্য কুমার হালদারের নামে।

তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : ডায়মন্ড হারবার — সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

GPT

জিপিটি হেলথ্‌কেয়ার লিমিটেড
(CIN: U70101WB1989PLC047402)
রেজিঃ অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬;পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
দূরভাষ: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
ফ্যাক্স: + ৯১ - ৩৩-৪০৫০-৭৯৯৯
দেখুন: www.ilshospitals.com
ই-মেল: ghl.cosec@gptgroup.co.in

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর সেকশন ৯১ -এর বিধান তৎসহ পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ১০ অনুসারে, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের উপর ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষের দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে **মঙ্গলবার, ২ এপ্রিল, ২০২৪** তারিখটি রেকর্ড তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
পরিচালনা পর্ষদ ১৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের অভিহিত মূল্যের (প্রতিটি ১০/- টাকা) উপর ১০% (শেয়ার প্রতি ১.০০ টাকা) হারে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।

জিপিটি হেলথ্‌কেয়ার লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কুর শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার এম. নং এ৩১৮৩৩)
তারিখ: ১৯.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৩৮-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৩-২৪, তারিখঃ ১৮.০৩.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/স্থানঃ** আসানসোল ডিভিসন-সিগন্যাল ও টেলিকম গিয়ারের নির্ভরযোগ্যতা উন্নতি। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৩৩,৯৭,১৪৮.৪৮ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৬৭,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১২.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডদাতারা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
ASN-245/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ অপারেশনস ম্যানেজার/কমার্শিয়াল, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা **২২.০৪.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টায় খোলার জন্য** ধার্য করা হয়েছে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে উপেক্ষা করা হবে। **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার এএফসি অ্যান্ড পিসি সিস্টেমের জন্য ১৬টি অটোমেটিক গেট (এজি) সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,০৯,৯৩,০২০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৫৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৪ মাস। ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডার দেখা যাবে। টেন্ডারদাতার/বিডারের অবশ্যই ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্টার্ড হতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডার ই-টেন্ডারিংয়ে অংশ নিতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে।
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ অপারেটিং-এএফসি-পিসি-এজি-২০২৪, তারিখ ঃ ১৯.০৩.২০২৪
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

District Level Micro & Small Facilitation Council, Ludhiana
Notice to Appear Attend Proceedings of DLM&SCFC-Ldh

Through this publication this is to for Constructive Notice for respondent **A.K. Gupta,S.P. Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri,DarjeelingWest Bengal-734005** to appear in person or through Authorized representative before the District level Micro & Small Facilitation Council Ludhiana, District Industries Centre, Ludhiana on **26.03.2024 at 10:00 AM** regarding claim reference petition submitted by claimant **Jain Emporium Sherpura Road, Building, Opposite Krishna Cotton & Amp General Mills Nehru Market, Jagraon (Punjab)**bearing Reference no: **MSEFC/DIC/08/23/2732 under MSMED Act,2006** If respondent still fails or omits to appear as above then Arbitration proceedings shall be conducted as per section 23 & 25 of Arbitration & Conciliation Act and award shall also be passed on the basis of evidence before it.

Member Secretary cum General Manager
District Industries Centre Industrial Estate, Ludhiana
Phone: 0161-2540695
Email id:dicludhiana5@gmail.com
Ludhiana.msefc@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে,
ক্রেতা :- **শ্রী বিজন কুমার ঘোষ**, পিতা- স্বর্গীয় অজিত ঘোষ, সাং- ছুটিপুর, পোষ্ট- নান্দা, থানা- সিঙ্গুর, পিন কোড- ৭১২১২৪, জেলা- হুগলী, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, ভারতীয় নাগরিক ।
বিক্রেতা :- **শ্রীমত্যা পদ্মরানী মুখার্জ্জী** পিতা- স্বর্গীয় নারায়ন ব্যানার্জ্জী (বন্দ্যোপাধ্যায়), স্বামী- স্বর্গীয় কণজ মুখার্জ্জী, সাকিম- পশ্চিম সেখপাড়া, পোষ্ট- আলিখোজা, থানা- মগরা, পিন কোড- ৭১২১৪৮, জেলা- হুগলী, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, ভারতীয় নাগরিক, উক্ত বিক্রেতার পক্ষে ইংরাজী ১৬/০২/২০২৩ তারিখে সিঙ্গুর এ্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক IV - 00025 নম্বর আমমোক্তারনামা পত্র বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী তপন ব্যানার্জ্জী, পিতা- স্বর্গীয় নারায়ন ব্যানার্জ্জী (বন্দ্যোপাধ্যায়), সাং- ছুটিপুর, পোষ্ট- নান্দা, থানা- সিঙ্গুর, পিন কোড- ৭১২১২৪, জেলা- হুগলী, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ।
নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তিটি বুক-I, ভল্যুম-০৬১৪/২৩, পৃষ্টা-৪১৪৫০ থেকে ৪১৪৭১, বিয়িং নং -০৬১৪০১৭৯৮, সাল-২০২৩ মাধ্যমে বিক্রয় করিয়াছেন।

: তপশীল সম্পত্তির পরিচয়ঃ-

জেলা হুগলী, মহকুমা চন্দননগর, এ্যাডিসন্যাল ডিস্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিস ও থানা সিঙ্গুরের অন্তর্গত **বাগডাঙ্গা ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের** অধীন জে. এল. ৩৩ নং ছুটিপুর মৌজায় রায়ত স্থিতিবান স্বত্বীয় এল. আর. রেকর্ডে নারায়ন বন্দোপাধ্যায় নামিয় ১১২ (একশত বার) নং খতিয়ান ভুক্ত -
১। একবন্দ **আর. এস. ও এল. আর. ৯৫ (পঁচানব্বই)** নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ৫৬ শতক মধ্যে আমি অত্র বিক্রেতা আমার প্রাপ্ত পৈতৃক ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত রকম ১/৭ অংশ বা ০.১৬০৭ অংশে দক্ষিণ তরফে চিহ্নিত চৌহদ্দী ভুক্ত ০৮ (আট) শতক ।

৯৫ নং দাগে বিক্রীত ০৮ শতক সম্পত্তির চৌহদ্দী :-
উত্তর- অত্র দাগে অত্র ক্রেতা বিজন কুমার ঘোষের খরিদা সম্পত্তি, **দক্ষিণ**- নান্দা মৌজার সম্পত্তি ও ৯৯ নং দাগের সম্পত্তি, **পূর্ব**- অত্র দাগে কনকলতা গোস্বামীর সম্পত্তি এবং **পশ্চিম**- নসিবপুর চন্দননগর রাস্তা ও ৯৪ নং দাগের ভাগাড়।
২। একবন্দ **আর. এস. ও এল. আর. ৯৬ (ছিয়ানব্বই)** নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ৪৪ শতক মধ্যে এল. আর. ১১২ নং খতিয়ানের অন্দরে ০.২১২৫ অংশে ১০ শতক তন্মধ্যে আমি অত্র বিক্রেতা আমার প্রাপ্ত পৈতৃক ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত রকম ১/৭ অংশ বা ০.০৩০৪ অংশে ১.৩৪ (এক দশমিক তিন চার) শতক।

৯৬ নং দাগে বিক্রীত ১.৩৪ শতক সম্পত্তির চৌহদ্দী :-
উত্তর- ৯৭ নং দাগের সম্পত্তি, **দক্ষিণ**- ৯৫ নং দাগের সম্পত্তি, **পূর্ব**- অত্র দাগে সোমনাথ সাঁতরার সম্পত্তি এবং **পশ্চিম**- অত্র দাগের সম্পত্তি।
১।২ নং বন্দে দুইটি দাগে মোট ৯.৩৪ (নয় দ শমিক তিন চার) শতক সম্পত্তি মায় উক্ত সম্পত্তিতে পশ্চিম তরফে নসিবপুর চন্দননগর রাস্তা দিয়া গমনাগমনের স্বত্বলভ্য সহ মায় উক্ত সম্পত্তির উপর ভবিষ্যতে গৃহাদী নির্মান করিবার যাবতীয় স্বত্বলভ্য সহ মায় উক্ত সম্পত্তিতে ইলেকট্রিক লাইন, টেলিফোন লাইন, কেবল লাইন ও জলকলের পাইপ লাইন লইবার স্বত্বলভ্য সহ মায় উক্ত সম্পত্তিতে গৃহাদী নির্মানের মালামাল আনয়ন করিবার স্বত্বলভ্য সহ মায় জলনিকাশী ড্রেনের স্বত্বলভ্য সহ মায় সর্ব্বপ্রকার ইজমেন্ট রাইটস্ স্বত্বলভ্য সহ সম্পত্তি অত্র দলিলে বিক্রীত সম্পত্তি হইতেছে। ইহার হারহারী বার্ষিক খাজনা যাহা ধার্য্য হইবে তাহা মালিক হুগলী কালেক্টার বাহাদুর সরকারে দিতে হয়।
ইহাতে কারো যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটীশ প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড এল. আর. ও., সিঙ্গুর, হুগলী অফিসে সমস্ত কাগজপত্র সহ অভিযোগ জানাইবার জন্য আহবান করা হইতেছে।

Date: 19.03.2024
Tanmay Mukherjee
Advocate
Judges' Court, Hooghly

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, সিটিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/150/2023 **06.02.2024**
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া)
বনাম
সুজিত কুমার দাস এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) সুজিত কুমার দাস, পিতা প্রয়াত ভূপাল চন্দ্র দাস এবং স্বত্বাধিকারী মেসার্স ধন্বন্তরি ডায়াগনস্টিকস সেন্টার, হসপিটাল রোড, থানা এবং পোস্ট - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৭
(সিডি ২) শ্রী সুরজিৎ ঘোষ, পিতা প্রয়াত অজয়েন্দ্র নারায়ণ ঘোষ জীবধর পাড়া থানা এবং পোস্ট - কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৩৭
(সিডি ৩) শ্রী সুব্রত ঘোষ হাজরা, পিতা প্রয়াত সঞ্জীব ঘোষ হাজরা, জীবধর পাড়া থানা এবং পোস্ট - কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৩৭
(সিডি ৪) শ্রী সমরেন্দ্র নাথ দত্ত, নাসিগাঁও রাজবত পোস্ট নাসিগাঁও রাজবত মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১৩৭
(সিডি ৫) শ্রীমতি মণিকা দত্ত, স্বামী সমরেন্দ্র নাথ দত্ত, নাসিগাঁও রাজবত পোস্ট নাসিগাঁও রাজবত মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১৩৭
(সিডি ৬) শ্রীমতি চন্দ্রিকা দাস, স্বামী সুজিত কুমার দাস, জীবধর পাড়া হসপিটাল রোড থানা এবং পোস্ট - কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২১৩৭
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/1033/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১২৭৭৭০৯০.৩৯ টাকা (এক কোটি সাতাশ লাখ সাতাত্তর হাজার নব্বই টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ **১৪.২৫ শতাংশ** সরল হারে সুদ বার্ষিক **১২.০৬.২০১৫** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৩০০০০ (এক লাখ তিরিশ হাজার) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ০২.০৪.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৬.০২.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বার্নপুর শাখা (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৫.০১.২০২৪ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী অপরেশ বিশ্বাস** (স্বত্বাধিকারী ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট **নিউ জনাই স্টোর**) কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৪,৩৬,৯১১.৬৮ টাকা (চৌত্রিশ লাখ ছত্রিশ হাজার নশো এগার টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **১৬ মার্চ ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বার্নপুর শাখা (প্রতিষ্ঠানের নাম) নিকট বকেয়া পরিমাণ **৩৪,৩৬,৯১১.৬৮ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি (দোকান) অবস্থিত মৌজা নরসিংহবাঁধ,জেএল নং ২১, আসানসোল পুরসভা অধীন,আরএস নং ১৭৬৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৯২, ৪৩০৯, এরিয়া :১১৪ বর্গফুট নিউ জননী স্টোর্স, দোকান নং ৩, শিবাঙ্গ রেসিডেন্সি (পূর্বতন অঙ্কিতা অ্যাপার্টমেন্ট, গোস্বামী ফার্মেসির পাশে, বি সি কলেজ রোড, আসানসোল, থানা : হিরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন কোড : ৭১৩৩০৪।
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি (ফ্ল্যাট) অবস্থিত মৌজা: নরসিংহবাঁধ, ওয়ার্ড নং ০৪ (পুরানো) আসানসোল পুরসভা অধীন,আর এস প্লট নং ১৭৬৩,আরএস খতিয়ান নং ৫৯২, ৪৩০৯, এরিয়া : ১০৬০ বর্গফুট, শিবাঙ্গী রেসিডেন্সি (পূর্বতন অঙ্কিতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১-এ, ২য় তল, হিল ভিউ, বি সি কলেজ রোড, আসানসোল, থানা : হিরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিনকোড : ৭১৩৩০৪।
দোকানের চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক,দক্ষিণে :দোকান নং ৩ (জননী রোড),পূর্বে : বি সি কলেজ মেন রোড, পশ্চিমে : রিয়া ইনফোটেকের সম্পত্তি।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : হিল ভিউ মেন রোড, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে : বি সি কলেজ মেন রোড, পশ্চিমে : আশিস রায়ের সম্পত্তি।

তারিখ- ১৬.০৩.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান- বার্নপুর — ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

GPT group

জিপিটি হেলথ্‌কেয়ার লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- U70101WB1989PLC047402, ওয়েবসাইট- www.ilshospitals.com,
ই-মেল- ghl.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯,৭৭৬.৯৯	৩০,৪৪৬.৬৫	৯,৩৮৪.২৩
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৫৯৮.৭৫	৪,৯৬২.৯১	১,৪৯৭.৮২
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,১৪৭.০০	৩,৪৯৫.২৭	৮৩৫.৪০
৪	বর্ষকালে মোট ব্যাপক আয়	১,১৩৯.৯২	৩,৪৬৬.৭৪	৮৪৩.৪১
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি	৭৯৯.০৪	৭৯৯.০৪	৭৯৯.০৪
৬	অন্যান্য ইক্যুইটি ৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৮৫৪.৫৮ লক্ষ টাকা			
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৪৪	৪.৩৭	১.০৫

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্তটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ilshospitals.com -তেও পাওয়া যাবে।
২ কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে @ ১০% অর্থাৎ ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ১ টাকা। ফিজিক্যাল সেইসাথে ডিম্যাট আকারে শেয়ারের জন্য দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদানের রেকর্ড তারিখ ২ এপ্রিল, ২০২৪ নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মোট লভ্যাংশ হল ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি শেয়ারের উপর ২ টাকা প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার।
৩ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
ডি. পি. তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান এবং হোল টাইম ডিরেক্টর
DIN: 00001341
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৯ মার্চ, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পায়রাডাঙ্গা শাখা
পার্বতী মার্কেট নিউ গোপালপুর প্রীতিনগর
নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৭

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে অনুবিধি দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২৪.০৪.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **১৬,৬৮,৯০১.৫১ টাকা** (ষোলো লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শত এক টাকা এবং একান্ন পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৫,৪৩,৭২৬.০০ টাকা + ১,২৫,১৭৫.৫১ টাকা) **১৮.০৩.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ **ঋণগ্রহীতা: কমল আর্য্য,** পিতা- শ্যামল আর্য্য, ৩য় তল, গ্রাম এবং পোঃঅঃ- প্রীতিনগর, থানা- রানাঘাট, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৭-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর প্রাপ্য ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) কমল আর্য্য,** পিতা- শ্যামল আর্য্য, ৩য় তল, গ্রাম এবং পোঃঅঃ- প্রীতিনগর, থানা- রানাঘাট, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৪৭ **খ) পায়রাডাঙ্গা শাখা**	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৫.৯৭২ ডেসিমেল যেখানে ৬৮৯.৪০৩ বর্গফুট দ্বিতীয় ফ্লোরের সুপার বিল্ট এলাকা, জেএল নং ১৪৭, গোপালপুর, খতিয়ান নং আরএস ৫৫৭, এলআর ৭১৩৬, প্লট নং আরএস ও এলআর ৮৫০, জমি নথিভুক্ত শ্রেণীবিভাগ বাড়ি হিসাবে, পায়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম - প্রীতিনগর, থানা- রানাঘাট, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৪৭, এডিএসআরও - রানাঘাট। **স্বত্ব দলিল নথিপত্র এবং লেখার তালিকা:** বই নং ১ - বিক্রয় দলিল নং ২০২০ সালের ৫৩৬২, তারিখ -১১.১১.২০২০, এডিএসআরও রানাঘাট, নদিয়াতে নিবন্ধিত হয়েছে বিক্রেতা হিসাবে অমল ভট্টাচার্য এবং ক্রেতাহিসাবে কমল আর্যের মধ্যে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মালিকের সম্পত্তি, দক্ষিণ - রাস্তা, পূর্ব - মিনা ভট্টাচার্য -এর সম্পত্তি, পশ্চিম - পলাশ মজুমদারের সম্পত্তি দ্বারা ।	**১৬,৬৮,৯০১.৫১ টাকা** (ষোলো লক্ষ আটষট্টি হাজার নয়শত এক টাকা এবং একান্ন পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৫,৪৩,৭২৬.০০ টাকা + ১,২৫,১৭৫.৫১ টাকা) **১৮.০৩.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**ক) ১৯.২৪ লক্ষ টাকা ( )** (সাঁইত্রিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১.৯৩ লক্ষ টাকা** (তিন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30300460442** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২৪.০৪.২০২৪; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com,** ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)-এরও প্রতি

তারিখ: ১৯.০৩.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : পায়রাডাঙ্গা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভোটের পরে তৃণমূলের ট্রিটমেন্ট শুরু, হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি পদ্ম বিধায়কের। ভোটের পরেই তৃণমূলের ট্রিটমেন্ট শুরু হবে বলে তৃণমূলকে আক্রমণে করে হুঁশিয়ারি ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখার। বাঁকুড়ার ওন্দার সানবাঁধার তমালতলায় দলীয় পথসভায় এমনই হুঁশিয়ারির সুর শোনা গেল বিজেপি বিধায়কের গলায়। বিজেপি নেতাদের এটাই সংস্কৃতি পালটা কটাক্ষ তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের।

রাজনৈতিক মহলের মতে, কুকথা, কুৎসা, হুংকার রাজনৈতিক নেতাদের এখন হাতিয়ার হয়েছে এই বঙ্গে। কখনও শাসকের গলায় এমন সুর আবার কখনও বিরোধীদের গলায় এমন সুর শোনা যাচ্ছে। নির্বাচনের আগে সেই সুরেই তপ্ত হচ্ছে লাল মাটির জেলা। রবিবার সন্ধেবেলায় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভার সানবাঁধা তমালতলায় দলীয় পথসভায় তৃণমূলের ট্রিটমেন্ট শুরু হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা।

বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বিধায়ক অমরনাথ শাখা বলেন, '১০০ দিনের কাজে যদি চোর ধরা হয় তৃণমূলের পুরো টিমটা, সব জেলে ঢুকে যাবে, বংশে বাতি দেওয়ার তৃণমূলে কেউ থাকবে না। আমরা কিন্তু ছেড়ে দেব না, ২৪ এর লোকসভার পরে রেজাল্টের পরে আমরা শুরু করব তৃণমূলের ট্রিটমেন্ট। তৃণমূলের যারা বিভিন্ন দুর্নীতি করে টাকা চুরি করেছে, আমরা তাদের ছাড়ব না।' এই বক্তব্যের পরে বিধায়ক বলেন, 'ভোটের পরে দুর্নীতির টাকা আমরা উদ্ধার করতে নামব। তখন যে যেমন দেবতা সে তেমন ফুল পাবে ট্রিটমেন্টে।'

বিজেপি বিধায়কের এই বক্তব্যের কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিষ্ণুপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। তিনি বলেন, 'বিজেপির এই হল শিক্ষা দীক্ষা। এদের এই বক্তব্যগুলো প্রমাণ করে দেয় ওদের রুচি আর সংস্কৃতি। ওদের মুখে উন্নয়নের কথা নেই, শুধু মেরে দেব কেটে দেব দেখে নেব এইসব শোনা যায়।'

মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু তৃণমূল প্রার্থী শর্মিলা সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: আজ ১৯ মার্চ, মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রে এবারের লোকসভা নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচার সাড়েন। সারাদিনই তিনি পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। করেন বিভিন্ন জনসভা। অংশ নেন রোড শোয়ে।

এই উপলক্ষে এদিন সকাল প্রায় ন'টা নাগাদ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত নিমতলার ৫০০ বছরের পুরনো গৌড় গদাধর মন্দিরে পুজো দিয়ে তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। এদিন এখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কাটোয়ার বিধায়ক তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি রাজকুমার পান্ডে, পূর্বস্থলী ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, জেলা পরিষদের সদস্যা অপর্ণা মুন্সি সহ অসংখ্য দলীয় কর্মী সমর্থকরা। এখানে এসে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকার প্রথমেই মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে পুজো দেন। এরপর মন্দিরে উপস্থিত মানুষজনের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। কথা বলেন সকলের সঙ্গে।

সেনাপতির অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন উত্তর ২৪ পরগনার তৃণমূল কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: সেনাপতির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে উত্তর ২৪ পরগনার তৃণমূল কর্মীরা। আজ, দুপুর তিনটে নাগাদ বসিরহাটে সভা করবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বসিরহাট বিএসএসএ এর মাঠে এই সভা হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সেনাপতি আকাশ পথে সভাস্থলে আসবেন। পাশেই হাইস্কুল মাঠে হেলিপ্যাড তৈরি হয়েছ। তার সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা। কর্মীদের মধ্যেও উদ্দীপনা তুঙ্গে। লোকসভার ভোট যুদ্ধের আগে বসিরহাটে এসে দলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড কর্মীদের কোন রণকৌশলের নির্দেশ দেন সেই দিকেই তাকিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা।

লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গেলেও বিরোধীরা এখনও সব আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি। পাশাপাশি সন্দেশখালি নিয়ে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য তথা দেশের রাজনীতি। সেই ক্ষত এখনও দগদগে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেই আবহের মধ্যেই বসিরহাটে সভা করতে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা থেকে তিনি কর্মীদের উদ্দেশে কী বার্তা দেন সেই দিকেই তাকিয়ে নেতাকর্মীরা।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের দমকল মন্ত্রী তথা বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুজিত বসু বলেন, 'বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই সভা হচ্ছে। বুধবার দুপুর একটা থেকেই আমরা

সভার কাজ শুরু করে দেব। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুপুর ৩টে নাগাদ আসবেন। তিনি রাজ্যজুড়ে যে ৫টি সভা করছেন তার মধ্যে চতুর্থতম সভা হচ্ছে বসিরহাটে । লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁর সভা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৫টি লোকসভার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান দমকল মন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'এদিনের সভায় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি নজির তৈরি করবে। রমজান মাস চলায় ইফতার এর আগেই সভা শেষ হয়ে যাবে।' পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার জন্য সবধরনের ব্যবস্থা ও নজরদারি নেওয়া হয়েছে। তবে বিরোধীদের দাবি জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস তলায় তলায় ক্ষতবিক্ষত। দলীয় কোন্দল সহ একাধিক কারণে রাজ্যের শাসকদল জেরবার। সেই ড্যামেজ কন্ট্রোলেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন বসিরহাটে।।

মন্দিরে পুজো সেরে দিনভর প্রচার, জনসভা রচনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার সকালে চন্দননগরের বরাইচণ্ডীতলা মন্দিরে পুজো দিলেন। পুজো দেওয়ার পরে তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন। সঙ্গে ছিলেন চন্দননগরের বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন, ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র ও তৃণমূল কাউন্সিলরা ও নেতারা। বেশ কিছু এলাকা তিনি হেঁটে হেঁটে প্রচার করেন রাস্তার দু' ধারে সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে তাঁকে হাত নাড়তে থাকেন। প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কখনও হাতজোড় করে নমস্কার করেন আবার কখনও হাত নাড়েন। রোদের মধ্যে তিনি হাঁটতে থাকেন এইভাবে বেশ কিছু এলাকা ঘোরার পরে চন্দননগরের ছ' নম্বর ওয়ার্ডে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের মাঠে একটি নির্বাচনী জনসভা করেন। এখানে রোদের মধ্যে মহিলাদের ভিড় উপচে পড়ে।

এখানে প্রথমে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তারপর বক্তব্য রাখেন দিদি নম্বর ওয়ান তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমি বক্তৃতা দিতে জানি না কিন্তু তাও বলি আমি এখানে অবশ্যই জিতব এখানকার মানুষ আমাকে খুব ভালোবাসে তাঁরা আমাকে জিতিয়ে আনবেন। এবার তৃণমূল ৪২টা আসনেই জিতবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই ছেলেমেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন, মুখ্যমন্ত্রী সবসময় আপনাদের পাশে ছিলেন, আছেন, থাকবেন। আপনাদের কোনও চিন্তা নেই আমি এসে গিয়েছি সবসময় আপনাদের পাশে আছি।'

জনসভা শেষে প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগরের চাউলপট্টিতে সবচেয়ে প্রাচীন বড়মার মন্দিরে যান সেখান থেকে তাঁর গাড়ির কনভয় বেরিয়ে যায় জিটি রোডে এক বৃদ্ধাকে দেখে রচনার গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় তাঁর সঙ্গে রচনা কথা বলেন। বৃদ্ধা খুব খুশি। রাস্তার দু'ধারে বিশেষ করে মহিলারা হাত নাড়েন উৎসাহ ছিল সাধারণ মানুষের একবার প্রার্থীকে দেখার জন্য। দুপুরে চন্দননগরে একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে তাঁরা গিয়ে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগর কর্পোরেশনের যাঁরা সভার পরিষ্কার রাখেন, তাঁদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সারেন আবার বিকেলের দিকে তাঁর প্রচার।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত কিশোরের মৃত্যুতে আরামবাগ মেডিক্যালে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দুর্ঘটনাগ্রস্ত ১৩ বছরের এক কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। মৃত কিশোরের নাম পিউস বেরা। বাড়ি পুড়শুড়ার সোদপুর এলাকায়। কিশোরের মৃত্যুর পরেই মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের অফিসের সামনে ধর্নায় বসেন মৃতের পরিবারের লোকজন। তাঁদের অভিযোগ, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে কিশোরটির। কোনও চিকিৎসক না থাকায় তাঁরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। যদিও আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপালের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ পুড়শুড়া বিডিও অফিস সংলগ্ন আরামবাগ তারকেশ্বর রাজ্য সড়কে বাইকের সঙ্গে লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই পিউস ও তাঁর বাবা যাদব বেরা লুটিয়ে পড়েন। তাঁদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও কোনও চিকিৎসা হয়নি। বিকেল ৪.৩০ মিনিটেও চিকিৎসক না আসায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। অবশেষে কিশোরটি কাতড়াতে কাতড়াতে মারা যায় বলে ওই পরিবারের অভিযোগ। আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল রমাপ্রসাদ রায় জানান, বিষয়টা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি কর্তব্যরত চিকিৎসকের কোনও গাফিলতি থাকে, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ফের বৃষ্টির পূর্বাভাসে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না দুই ব্লকে গোতান অঞ্চলে গোতান মৌজায় শুরু হয়েছে আলু তোলা। তবে ফলন সেই রকম না হ ওয়ায় আর দাম কম থাকার দাবি, ফলে চাষিদের মুখে হাসি নেই। মরসুমের শুরু থেকে মাঝেমাঝেই বৃষ্টিতে ভিজেছে বাংলার বড় অংশ। তাতেও আলু চাষের বেশ খানিকটা ক্ষতি হয়েছে। এরপর যদি আবারও বৃষ্টি হয় তা হলে চাষিদের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে বলে দাবি তাঁদের। ফলে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন চাষিরা।

বৃষ্টির কারণে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না দুই ব্লকে গোতান অঞ্চলে অনেক কৃষককেই দু'বার আলু লাগাতে হয়েছে। বেড়েছে চাষের খ রচ। কীটনাশক, সারের দামও আকাশছোঁয়া। তার ওপর নাবি ধসার প্রকোপ তো রয়েছেই। এ বছর বৃষ্টি, ধসা ও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্য উৎপাদন কমে যাওয়ার পাশাপাশি আলুর মানও ভালো নয় বলে দাবি। তাঁদের আরও দাবি, যাঁরা আলু কেনেন, সেই সকল ব্যবসাদারদের দেখা নেই জমিতে। যাও বা আলুর ব্যবসাদাররা আসছে ছোট আলুর কারণে দাম কম দিচ্ছে। কেউ তো আবার নিতেও চাইছে না। তাই ব্যবসাদাররা যাতে সঠিক দামে আলু কেনেন সেটাই চাইছেন

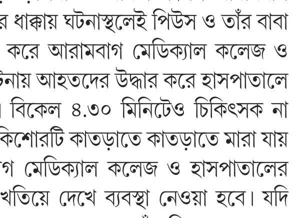

কৃষকরা। আলু চাষের যা পরিস্থিতি সেই আলু বিক্রি করে চাষের খরচের টাকাটাও উঠবে না বলে মনে করছেন তাঁরা। সরকার যাতে আলু চাষিদের পাশে থেকে সাহায্য করে সেই আশায় আছেন তাঁরা।

গোতান ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য জুলু খান জানান, কয়েকদিন আগে যে বৃষ্টি হয়েছে তাতে আলু চাষের খুব একটা ক্ষতি হবে না বরং ভালোই হবে। তবে এরপর যদি আবারও বৃষ্টি হয় তা হলে ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

রেজি. অফিস - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ১ম তল, ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ (জিপিও-র বিপরীতে)
টেলিফোন নং : (০৩৩)২২৬২-২৭৫১/২৭৫২/২৬৩৩

দাবি নোটিশ (২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে)

জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণকে বসবাসের প্রেমিসেস/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য অথবা বসবাসের সম্পত্তি সংগ্রহের জন্য ঋণ মঞ্জুর করেছিল যা সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত হিসেবে জিআইসিএইচএফ লি.-এর অনুকূলে। সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট চূড়ান্তভাবে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলীর অধীনে।
জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং ঋণগ্রহীতাগণকে মোট বকেয়া পরিমাণ এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ এবং চার্জ চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া মূল অর্থাঙ্কের সঙ্গে সম্পূর্ণ আদায়দান পর্যন্ত এবং/বা আদায় হওয়া পর্যন্ত, অন্যথায় ব্যর্থ হলে জিআইসিএইচএফ লি. উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
আপনাদের আরও অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ এর উপধারা অধীনে আপনারা সংশ্লিষ্ট জমি বিক্রয়, লিজ অথবা অন্যভাবে জামিনদত্ত সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবেন না জিআইসিএইচএফএল-এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হিসেবে উক্ত আইনের ২৯ ধারা অধীনে।
সংশ্লিষ্ট নোটিশ জিআইসিএইচএফএল কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই আপনাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য আইনের সংস্থান অধীনে ইস্যু করেছে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে উক্ত আইনের ১২ উপধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নোটিশ ইস্যু করেছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম/ লোন ফাইল নং/ব্রাঞ্চ নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির ঠিকানা	প্রেরিত দাবি নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	শ্রী গৌর গোপাল মিত্র, শ্রীমতি মিতালি মিত্র, WB0700610001711 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর পূর্ব পশ্চিম দিকে ৪র্থতলে, চারতলা ভবনে সাধারণভাবে "প্রভা অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত, অবস্থিত মৌজা : নোনা এবং আরএস দাগ নং ৮১৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৮৪ এবং ১৪২১, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১০৭, ১০৮, ১৮২৩ এবং ৩৪০ এবং প্রেমিসেস নং ৩৩ (২২), সুকান্ত সরণি, ওয়ার্ড নং ৭, থানা : টিটাগড়, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২২।	৩১.০১.২০২৪	৪,০২,২৭৭/-
২	শ্রী সুনীত চক্রবর্তী, WB0700610002835 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট নং ১০২, ২য় তলে, মা তারা অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ৬/১/১১, সাধন কানন, মৌজা : রিষড়া,আরএস দাগ নং ২৫৯১/৭৪৮৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৭৮, ৩৩৫৪, এলআর দাগ নং ৯৫৩২, এলআর খতিয়ান নং ২৭৭৮, জেএল নং২৭, ওয়ার্ড নং ১৬, থানা :রিষড়া,জেলা : হুগলি,পিন : ৭১২২৫০।	৩১.০১.২০২৪	১৬,০৮,৫৬০/-
৩	শ্রী তাপস কুমার বড়ুয়া, শ্রীমতি মায়া বড়ুয়া, WB0700610001851 (গড়িয়া শাখা অফিস)	মৌজা আটপুর, দাগ নং ১৪৭৭, এলআর দাগ নং ৩১৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৬, খণ্ড খতিয়ান নং ৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪৫, নিউ এলআর খতিয়ান নং ২৪৪০,তৌজি নং ১৩০৬০, জেএল নং ১৬, হোল্ডিং নং ৩৩৭/১/৭, পূর্ব কাপতা পাড়া রোড,ওয়ার্ড নং ২৩, থানা :জগদ্দল,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৭।	৩১.০১.২০২৪	৭,২০,৯২৬/-
৪	শ্রী বাণীব্রত মুখার্জী, শ্রীমতি কবিতা ভট্টাচার্য, WB0700610001558 (গড়িয়া শাখা অফিস)	হোল্ডিং নং জি-১-৯/১/নিউ বেলেডাঙ্গা রোড,তৌজি নং ১৫২৩, জেএল নং ৩, আরএস নং ৭৯ ১/২, ৭৫ ১/২ , মৌজা :পারুই,আরএস খতিয়ান নং ৯৫২, এলআর খতিয়ান নং ২২৩৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৪৫৭, থানা : মহেশতলা,জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৪১।	৩১.০১.২০২৪	৭,২০,৯২৬/-
৫	শ্রী রামসুরত বিশ্বকর্মা, শ্রী সোনু বিশ্বকর্মা, WB0700610001860 (গড়িয়া শাখা অফিস)	হাউস নং ১৩/১১, প্লট নং এলআর খতিয়ান নং ৩৩১, প্লট নং ৮৯, রাস্তার নাম : ঝিলপাড়, স্ট্রিট নং জেএল ১১, সেক্টর ওয়ার্ড নং ২১, চিহ্নিত : ঝিলপাড় শনি মন্দির এর নিকট, গ্রাম : মাখলা, স্থান : রঘুনাথপুর (হুগলি), তালুক : মাখলা, রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭১২২৪৭, থানা : উত্তরপাড়া।	৩০.১২.২০২৩	৫,৪৫,১২৪/-
৬	শ্রীমতি সঙ্গীতা দাস, শ্রী তরুণজিত গাঙ্গুলি, WB0700610002011 (গড়িয়া শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া : ৫৭০ বর্গফুট,অবস্থিত গাট নং ইপি ২২২এ, সিএস প্লট নং ৫১৪পি, হাউস নং এস-এন-ই সাইড এসপি ৫৫৬, তল নং : ২, প্লট নং ৬৯/১/৪/১৪৮/১, সিএস প্লট নং, স্টিটের নাম : রাজা এস সি মল্লিক রোড, স্ট্রিট নং : জেএল ৩৩, সেক্টর ওয়ার্ড নং ৯৯, চিহ্নিত : মুক্ত পুকুর, গ্রাম : পাইপুর, স্থান : নাকতলা, তালুক : নাকতলা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০০৪৭,থানা : নেতাজি নগর।	৩০.১২.২০২৩	১০,৮৯,৫৩৭/-
৭	শ্রীমতি মিতালী মুখার্জি শ্রী জ্যোতির্ময় মুখার্জি WB0700610003635 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট নং ৮/৩, ৪র্থ তলে, লোকনাথ ভবন, পরিমাণ ৭৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ৯/৭/৩৪, বাগ স্টেশন রোড, মৌজা : মিলিকারবাগ, জেএল নং ১, আরএস নং ৩৪, তৌজি নং ২৪৬২/২৪৬৩, আরএস খতিয়ান নং ৩০০, এলআর খতিয়ান নং ১৪২৯, ১৪৩০, আরএস দাগ নং ৬৩, ৬৩/১১৪৫, এলআর দাগ নং ৩০৫, ৩০৩/১৯১৯, ওয়ার্ড নং ১, থানা : বীজপুর, পিন : ৭৪৩১৪৫।	৩০.১২.২০২৩	১০,৯৭,০০৯/-
৮	শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি, শ্রীমতি প্রমা দাস, WB0700610002159 (গড়িয়া শাখা অফিস)	সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১ ছটাক ৪১ বর্গফুট এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৮৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, হোল্ডিং নং ১১০/বি, এন কে ব্যানার্জি স্ট্রিট, মৌজা : রিষড়া, আরএস দাগ নং ৩৪৭৪, এলআর দাগ নং ১০৪৭৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৩৮৭ এবং ৪৩৮৯, এলআর খতিয়ান নং ১৮৩৭৩, সংশোধিত এলআর খতিয়ান নং ১৮৫২১, তৌজি নং ৩৯৮৯, জেএল নং ২৭, ওয়ার্ড নং ১৩, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২৪৮।	৩০.১২.২০২৩	১৬,৮৮,৪৩৫/-
৯	শ্রী রানা লাহিড়ী, শ্রীমতি শ্রাবনী লাহিড়ী WB0700610002320 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থ তলে অপরূপা অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ ৮৩১ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, হোল্ডিং নং ৪৩৬/১, গাড়ুলিয়া মেন রোড, মৌজা : নোয়াপাড়া, জেএল নং ২, আরএস দাগ নং ৭৩১ এবং এল আর দাগ নং ৩৩০১, আরএস খতিয়ান নং ১৬৫২, এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৬৪৫, ৮৬৪৬, ৮৬৪৭, ৮৬৪৮, তৌজি নং ২৪৬০, ২৪৬১, আরএস নং ০২, ওয়ার্ড নং ১১, থানা: নোয়াপাড়া, পিন : ৭৪৩১৩৩।	৩০.১২.২০২৩	২,০৭,৫৭৭/-
১০	শ্রী সুব্রত দেবনাথ, শ্রীমতি রিয়া চৌধুরী WB0700610003706 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট নং ডি২,৪র্থতল, জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ ৭৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং পূর্বতন ২৮ বর্তমানে ৭৫/এ, ৭৫/১, এবং ৭৫(২৮), নেতাজি সুভাষ রোড, মৌজা : শেওড়াফুলি, জেএল নং ৬, আরএস দাগ নং ৫০৭, আরএস খতিয়ান নং ২১০, এলআর দাগ নং ৪৫০৪, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭১, ২৭০৪, ১১৫৪৫, ১১৫৪৬, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২২৩।	৩০.১২.২০২৩	১৬,৩২,৫৮৭/-
১১	শ্রী জিতেন সাহা, WB0700610001453 এবং WB0700610002284 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৪৬০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থ তলে, ফ্ল্যাট নং ৯, উত্তর পূর্ব দিকে ভবনের অবস্থিত ১৫/১ দীননাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, মৌজা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, তৌজি নং ১৭২, খতিয়ান নং ১৭৪, দাগ নং ৯৪৪, থানা : বেলঘড়িয়া, কামারহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৯ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭০০০৫৬।	২৬.১০.২০১৮	৯,০৮,১৬৯/-
১২	শ্রী কালীচরণ শাউ শ্রী রামেশ্বর শাউ শ্রীমতি গিরিজা দেবী, WB0700610001341 (গড়িয়া শাখা অফিস)	সম্পত্তি জমি পরিমাণ ৮৮০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৫/৩, আরএস দাগ নং ২৬০২, আরএস খতিয়ান নং ৩৭২৬, রাস্তার নাম : সুখশাউ মহাশয় পথ, ওয়ার্ড নং ৯, চিহ্নিত : কাঁকিনাড়া, পো অফিস, গ্রাম : কাঁকিনাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭৪৩১২৬, থানা : জগদ্দল।	১৬.১১.২০২২	৫,৪৩,৯৬৮/-
১৩	শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সাহা শ্রীমতি জ্যোৎস্না সাহা WB0700610001452 এবং WB0700610002285 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৫২৮ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় ফ্ল্যাট নং ১, হোল্ডিং নং ১৪, প্রেমিসেস নং ১৫/১ বি সি চ্যাটার্জি স্ট্রিট, মৌজা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, তৌজি নং ১৭২, খতিয়ান নং ১৬৪, ১৬৫, ৯০২, দাগ নং ৯০৯,৯১০, ৯১২, ১৮২৪, থানা : বেলঘড়িয়া, কামারহাটি ওয়ার্ড নং ১৯ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭০০০৫৬।	২৬.১০.২০১৮	১১,০৮,৯৯৬/-
১৪	শ্রী প্রতাপ সাহা, শ্রী প্রদীপ সাহা WB0070610003871 (কলকাতা শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ ১ কাঠা ৬ ছটাক ৩৭ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : উত্তর নিমতা, জেএল নং ২, আরএস নং ১০২, খতিয়ান নং ১৫২২, দাগ নং ৫৩২, উত্তর দম দম পুরসভা ওয়ার্ড ৮ অধীন, হোল্ডিং নং ১৬৫/১, সিপি বাই লেন, পূর্বতন ৯৪/১, ১০৩ সিপি বাই লেন,থানা : নিমতা জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : রতন রায়,দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৫৩২ প্লট নং ই, পূর্বে : জমি দাগ নং ৫৮০ এবং রতন ঘোষ, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	২৯.০১.২০২৪	১৪,৫১,৭১৬/-
১৫	শ্রী ইন্দিরা ভেঙ্কটা রাঘবন WB0071300106454 (কলকাতা শাখা অফিস)	সম্পত্তি পরিমাণ এরিয়া ১.৫০ কাঠা - ৮ কাঠা থেকে এলআর দাগ নং ৩০১৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৮২, জেএল নং ৭, মৌজা : মল্লিক বাগান, থানা : পাঁচলা, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১১৩২২। চৌহদ্দি : পূর্ব : প্রাইভেট রোড, পশ্চিমে : প্রাইভেট রোড,উত্তরে : অবশিষ্ট অংশ দাগ নং ৩০৩২, দক্ষিণে : রানিহাটি-আমতা রোড।	২৯.০১.২০২৪	৯,৮২,০৬৪/-
১৬	শ্রী দেবজিত ঘোষ শ্রীমতি শ্রাবণী ঘোষ WB0070610003490 (কলকাতা শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট নং ২০১, ২য় তলে, উত্তর দিকে পরিমাণ ১০৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত মৌজা : শিবপুর , হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪১,হোল্ডিং নং ৯১/১, বাকসারা গ্রাম রোড, থানা : ওল্ড শিবপুর নিউ এজেসি বোস বি গার্ডেন, জেলা : হাওড়া, পিন-৭১১১০। চৌহদ্দি : উত্তরে : বাকসারা গ্রাম রোড,দক্ষিণে : ৯২ বাকসারা গ্রাম রোড, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : ৯১ বাকসারা গ্রাম রোড।	২৯.০১.২০২৪	২৬,৮০,৫৯৯/-
১৭	শ্রী অবদেশ কুমার WB0840600000132 (শিলিগুড়ি শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট ,ব্লক-সি, নং ১বি, দোতলায় পরিমাণ ১০৪৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরয়িা অবস্থিত মৌজা : দাবগ্রাম, এলআর প্লট নং ৭৩ এবং ৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৮১, জেএল নং ০২, ওয়ার্ড নং ৪২, রোজ ভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, দেবী চৌধুরাণী লেন, সালুগাড়া, শিলিগুড়ি, থানা :ভক্তিনগর, জেলা : জলপাইগুড়ি, পিন কোড : ৭৩৪০০৮, চৌহদ্দি : উত্তরে : বিধিবদ্ধ খোলা জায়গা এবং সিঁড়ি, দক্ষিণে : বিধিবদ্ধ খোলা জায়গা এবং সীমা পাঁচিল, পূর্বে : বিধিবদ্ধ খোলা জায়গা এবং অভ্যন্তরীন সড়ক, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ১-এ।	২৫.০১.২০২৪	২০,৮৯,১৫৯/-
১৮	শ্রীমতি অ্যাঞ্জেলেনা গ্রেস লেপচা WB0840600000196 (শিলিগুড়ি শাখা অফিস	জমির পরিমাণ ৫ কাঠা বা ৩৬০০ বর্গফুট সম্পত্তি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ ২০০০ বর্গফুট একতলা সহ, আরএস প্লট নং ২২৮,এলআর প্লট নং ৫৭৪(অংশ) এবং ৫৭৯(অংশ), এলআর খতিয়ান নং ১০৫০(পুরানো) এবং ২৭৮৩(নতুন), মৌজা :পলাশ, জেএল নং ৪৩, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত, মহিষমারী, চম্পাসারি, থানা:প্রধাননগর, পিনকোড : ৭৩৪০০৩, চৌহদ্দি: উত্তরে : ভেন্ডারের জমি, দক্ষিণে : ১৬ চওড়া কাঁচা সড়ক, পূর্বে : নরবু ইয়োলমোর জমি, পশ্চিমে : লালচাঁদ ওরাওঁ এর বিক্রিকরা জমি।	২৫.০১.২০২৪	২৪,৭৫,৪৬৩/-
১৯	শ্রী অম্লান জ্যোতি হাজরা শ্রীমতি সুকন্যা হাজরা WB0840100000001 (শিলিগুড়ি শাখা অফিস)	বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫, চতুর্থ তলে সামনের অংশে শুভম অ্যাপার্টমেন্টে পরিমাণ ৯০০ বর্গফুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ২২৪/৩৫৪/২৭৯, এলআর প্লট নং ৬৬৮৯, এলআর খতিয়ান নং ১৫১, মৌজা : শিলিগুড়ি, জেএল নং ১১০, ওয়ার্ড নং ১৭, ২৬/১২, বাঘাযতীন রোড, কলেজ পাড়া, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি, থানা : শিলিগুড়ি, পিন কোড : ৭৩৪০০১, চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৬, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ১০, পশ্চিমে : পুর সড়ক।	২৫.০১.২০২৪	১৪,২৫,৪৩৫/-
২০	শ্রী রবীন্দ্র নাথ দাস শ্রীমতি স্বপ্না দাস WB0460610001745 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	সম্পত্তি অবস্থিত জমি এরিয়া ৩.১৮ কাঠা কমবেশি , দোতলা ভবন, নির্মাণ এরিয়া একতলা ১০২০ বর্গফুট এবং ২য়তলা ১০২০ বর্গ ফুট প্লট নং ১৯৬ ১৯৭, জোড়েবাড়ি, গ্রাম : আচড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭১৩৩৩৫, চিহ্নিত : এইচসিএল গেস্ট হাউসের পিছনে, মৌজা :জোড়েবাড়ি, জেএল নং ৪১, দাগ/প্লট নং আরএস এবং এলআর ১৯৬, ১৯৭, খতিয়ান নং ৫৫১, এডিএসআর আসানসোল, বর্তমানে কুলটি, থানা : সালানপুর, জেলা : বর্ধমান।	২৯.১২.২০২৩	১৪,৪৯,৪৬৭/-
২১	শ্রী দিলীপ দাস শ্রীমতি রুমা দাস WB0460610002250 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	সম্পত্তি অবস্থিত জমি এরিয়া ৩ কাঠা, অবস্থিত মৌজা : শ্রীপুর, জেএল নং ২৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬৮, আরএস খতিয়ান নং ৩৮১, এলআর খতিয়ান নং ৬১০, ভবন এরিয়া ৮৩ বর্গফুট, অবস্থিত শ্রীপুর, কুলটি, থানা : কুলটি, ওয়ার্ড নং ২১(পুরানো) আসানসোল পুরসভা, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩৭৩।	২৯.১২.২০২৩	১৪,৫২,৭২৬/-
২২	শ্রী অমিতোষ বিশ্বাস WB0770600000163 (বারাসত শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ ৫.৪ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বালিয়া, জেএল নং ১৭০, এলআর খতিয়ান নং ৩১, আরএস খতিয়ান নং ১২৩৬, এলআর দাগ নং ৪৬১ এবং ৪৬৩, সিলিন্দা নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন কোড : ৭৪১২২৩, চৌহদ্দি : উত্তরে: নরেন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : গৌরী সুন্দরী বিশ্বাসের ভবন, পশ্চিমে : অলকেশ বিশ্বাসের ভবন।	৩০.১২.২০২৩	২৯,০২,৬৪৫/-
২৩	শ্রী বরুণ হালদার শ্রীমতি ব্রজেশ্বর হালদার WB0770600000500 (বারাসত শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ ১০ শতক অবস্থিত মৌজা: নাকপুল, জেএল নং ১৬০, এলআর দাগ নং ১০৭, খতিয়ান নং ১৩৭৯, হোল্ডিং নং ৬০৫, স্থানীয় বেরগাম ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : হাবড়া, তালুক : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭৪৩২৫২। চৌহদ্দি : উত্তরে : যোগেন্দ্র মন্ডল কলোনি, দক্ষিণে : ব্রজেশ্বর হালদারের সম্পত্তি, পূর্বে : ব্রজেশ্বর হালদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : মহেন্দ্র রায়ের জমি।	৩০.১২.২০২৩	১৪,৭৫,১১৬/-
২৪	শ্রী রঘুনাথ হালদার শ্রী ভোলানাথ হালদার শ্রীমতি অর্পিতা হালদার WB0770600000422 WB0770600000208 (বারাসত শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ ২০ শতক অবস্থিত মৌজা : বাগওয়ান, জেএল নং ৬২, তৌজি নং ১৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬, এলআর খতিয়ান নং ১২৫৭, ১২৫৭/১, এবং ১২৫৭/২, হোল্ডিং নং ১৫০৬/১৮৬৪, স্থানীয় ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : গাইঘাটা, তালুক : উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭৪৩২৪৫। চৌহদ্দি : উত্তরে : পোতা পাড়া আরপিএফ প্রাইমারি স্কুল, দক্ষিণে : রমাপদ হালদারের জমি,পূর্বে : গৌর হালদার এবং রতন বিশ্বাসের জমি, পশ্চিমে : স্কুলের জমি।	৩০.১২.২০২৩	১৯,৫০,৫৪৫/-
২৫	শ্রী হুসনে আরাহ আনসারী শ্রী আবদুর রহমান আনসারী WB0770600000011 (বারাসত শাখা অফিস)	বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি, মহালক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত ভবনের একতলায় অবস্থিত প্রেমিসেস নং এএফ-২৫০, রবীন্দ্র পল্লি, কৃষ্ণপুর, হোল্ডিং নং আরজিএম/এম/১৬/২০০৫-২০০৬, মৌজা : কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১৭, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, আরএস খতিয়ান নং ২০৬, সিএস দাগ নং ৫৫৩৪, আরএস দাগ নং ৩৫২৩, থানা : রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০১, চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর ভবন, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট, পূর্বে : অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : খালি জমি।	৩১.০১.২০২৪	১৪,১৭,২৯৫/-
২৬	শ্রী ত্রিনাথ পাল শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা পাল WB0770600000269 (বারাসত শাখা অফিস)	জমি পরিমাণ এরিয়া ৭.৭৫ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ২০৩, এলআর দাগ নং ২৪১, আরএস খতিয়ান নং ১৬২, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২, এবং জমির পরিমাণ ২৩ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ২০১, এলআর দাগ নং ২৩৮, আরএস খতিয়ান নং ২০৩, এলআর খতিয়ান নং ২৪৭, অর্থাৎ মোট ৯.৭৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ৫ কাঠা ১৪ ছটাক ১৭ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : কায়রাপুর, জেএল নং ২৭, তৌজি নং ১০৭০/২৮৩৪, থানা : জগদ্দল,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৭। চৌহদ্দি : উত্তরে : ভেন্ডারের জমি, দক্ষিণে : উত্তর বারাকপুর পুরসভার জমি, পূর্বে : ভেন্ডারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : কল্যাণী হাইওয়ে।	৩১.০১.২০২৪	৪৯,৯২,০২০/-
২৭	শ্রী অভিজিৎ সাহা শ্রীমতি রেখা সাহা WB0770600000549 (বারাসত শাখা অফিস)	জমির পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ৫ ছটাক অবস্থিত মৌজা পশ্চিম ইছাপুর জেএল নং ২৯, আরএস নং ২০২, তৌজি নং ১৪৬, আরএস দাগ নং ১৪৯৩, আরএস খতিয়ান নং ৫০৬, এলআর দাগ নং ১৫১৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৪, বর্তমানে ৮৫৩৪ হোল্ডিং নং এন/২৯, মৌলনা আজাদ রোড, থানা - বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৬, চৌহদ্দি - উত্তরে - আরএস দাগ নং ১৪৯৩, দক্ষিণে - মিলন বিশ্বাসের জমি, পূর্বে - জামাদ আলির জমি, পশ্চিমে - ১০ ফুট চওড়া সড়ক।	৩১.০১.২০২৪	৬,২৮,৯৬৬/-
২৮	শ্রী বরুণ দাস শ্রীমতি প্রীতি দাস WB0770600000534 WB0770600000372 (বারাসত শাখা অফিস)	জমি পরিমাণ এরিয়া ৩.৩৪ শতক-০৫.০০ শতক থেকে অবস্থিত মৌজা - জলেশ্বর আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৯৩৯, আরএস খতিয়ান নং ৭৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৪০, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৩৫২৩, তৌজি নং ১৭, জেএল নং ২২, থানা - গাইঘাটা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৪৯ চৌহদ্দি - উত্তরে - অরুণ দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে - সুকুমার দাসের জমি, পূর্বে - শ্রী বরুণ দাস পিতা প্রয়াত তারক দাসের জমি, পশ্চিমে - তরুণ দাসের জমি।	৩১.০১.২০২৪	১৩,৫৮,৬৫৯/-
২৯	শ্রী চন্দন পোদ্দার শ্রীমতি মোমিতা পোদ্দার WB0770100000523 (বারাসত শাখা অফিস)	জমি পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা বা ৭২০ বর্গফুট বা ১.৬৫ ডেসিমেল অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪১/১ পূর্ব জয়চণ্ডীতলা মৌজা - মাদরাল, জেএল নং ২, আরএস দাগ নং ৭১৯, এলআর দাগ নং ১৪০০, আরএস খতিয়ান নং ১০৭২, এলআর খতিয়ান নং ৫০৩৩, পো. মাদরাল, থানা - জগদ্দল, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১২৬ চৌহদ্দি - উত্তরে - ধীরেন হালদারের জমি এবং ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে - ননী গোপাল দাসের জমি, পূর্বে - ধীরেন হালদারের জমি, পশ্চিমে - শিব প্রসাদের জমি।	৩০.১২.২০২৩	১১,৬২,৪৮৯/-
৩০	শ্রী গণেশ শাউ WB0770600000343 (বারাসত শাখা অফিস)	জমি পরিমাণ এরিয়া ৩ কাঠা, ২৬৯৮ বর্গফুট, দোতলা পাকা ভবন অবস্থিত মৌজা - কাউগাছি, জেএল নং ২০, আরএস নং ৮, আরএস দাগ নং ১২২৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৮, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, থানা - জগদ্দল, পিন - ৭৪৩১২৭, চৌহদ্দি - উত্তরে - বিকাশ চক্রবর্তীর খালি জমি, দক্ষিণে - ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, পূর্বে - মিন্টু আতার ভবন, পশ্চিমে - নিত্যানন্দ মণ্ডলের ভবন।	৩১.০১.২০২৪	২৪,১৯,৮৪৬/-

এই নোটিশটি ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার বাইরের অংশেও সাঁটানো হয়েছে

তারিখ : ২০.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

গার্ডেনরিচের বহুতল ভেঙে মৃত খানাকুলের যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গার্ডেনরিচের বহুতল ভেঙে পড়া কাণ্ডে মৃতদের তালিকায় আরামবাগের এক যুবকের নাম থাকায় শোকের ছায়া পরিবারে। গার্ডেনরিচে বহুতলে কাজ করতে গিয়ে ধস নেমে যে ১০ জন মারা গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের পোল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতুল গ্রামের বাসিন্দা শেখ আবদুল্লা (১৮)।

গত প্রায় দিন পনেরো আগে স্থানীয় এক আত্মীয়ের সঙ্গে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই ভালো ভাবেই কাজ করছিলেন। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে মাত্র ১৮ বছরেই জীবনদীপ নিভে গেল। খানাকুলের পোলের বাড়িতে শোকের ছায়া। পড়শিরাও শোকে মূহ্যমান। এর আগে ভিন রাজ্যে সোনার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। কাজে মন্দা থাকায় ও মাটির বাড়ি থেকে পাকা বাড়ি তৈরির জন্য কয়েকদিন আগে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে যান তিনি বলে মৃতের পরিবার সূত্রে খবর। মৃত আব্দুল্লা তাঁর ঠাকুমার কাছেই মানুষ হন। কারণ তাঁর বাবা সুরাফ মল্লিক অন্যত্র বিয়ে করে চলে

যান। এরপর তাঁর মাও চলে যান অপর একজনকে বিয়ে করে।

মৃত আবদুল্লার ঠাকুমা মাসুদা বেগম বলেন, 'সেই তিন বছর বয়স থেকে আমার কাছেই মানুষ। কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। এবারে বলেছিল এখানে এক কামড়ার পাকা বাড়ি তৈরি করবে তাই কাজে যাচ্ছি। কলকাতায় গিয়েছিল। এই খবর আসে। যখন শুনি ফোন করেছিলাম। ফোনের রিং বেজেছিল। কিন্তু সাড়া পায়নি। তখনই বুঝে নিয়েছিলাম যে নাতিটা আর নেই।' পড়শি আজিজুল আলি ও এক আত্মীয় নাজমা বেগম বলেন, 'ভালো ছেলেই ছিল। কাজে মন ছিল। তাই সোনার কাজে মন্দা থাকায় রাজমিস্ত্রির কাজে যোগ দিয়েছিল। অকালেই প্রাণ চলে গেল।'

তবে আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে খানাকুলের তৃণমূল নেতা তথা খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শেখ জামির আলি (লাল্টু) বলেন, 'অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে ঘুরে দাঁড়াল, তখনই তার প্রাণটা কেড়ে নিল এই নিষ্ঠুর পরিস্থিতি। আমি ও আমরা ওই যুবকের পরিবারের পাশে আছি। আমরা ওদের বাড়ি গিয়ে ছলাম। স্থানীয় প্রধানও ছিলেন। যতটা সম্ভব পাশে থাকব।'

দিলীপ ঘোষের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে প্রশ্ন জুন মালিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরও প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি মেদিনীপুর কেন্দ্রের জন্য এ পর্যন্ত প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি। তাই তাদের প্রচারেও কোনও ব্যস্ততা নেই। কিন্তু এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন। মঙ্গলবার সকালে বাংলার অধিকার যাত্রা কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি।

তার আগে দাঁতন ২ নং ব্লকের সাউরি চণ্ডী মন্দিরে পুজো দিয়ে দাঁতনের একটি সভা থেকে বলেন, 'কয়েকদিন আগে জেলা সফরে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, মেদিনীপুরের ৬.১০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ২৮২ কোটি টাকার বেশি বকেয়া মজুরি পেয়েছেন। জেলার ১১.৯৯ লক্ষেরও বেশি মহিলা লদীর ভাণ্ডারের এবং ১৮.২১ লক্ষেরও বেশি মেয়ে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। জেলার ৪৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ বিনামূল্যে রেশন পেয়েছেন। ৩৮,০০০ এরও বেশি মানুষ জয় জোহর প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। ৫৩,০০০ জন উপকৃত হয়েছেন তপশিলি বন্ধু প্রকল্পে। কিন্তু বিজেপির রিপোর্ট কার্ড কোথায়?'

সভায় জুন মালিয়া বলেন, 'মেদিনীপুরের সাংসদের দায়িত্ব নিয়ে দেখা উচিত ছিল, তার লোকসভা কেন্দ্রের মানুষরা ১০০ দিনের টাকা ও আবাস যোজনার টাকা পাচ্ছে কি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল বিষয়টিকে তিনি গুরুত্ব দেননি। উনি তো দিল্লি গিয়ে নিজের কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে পারতেন, ওনার তো প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেকের সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক, কিন্তু বলেননি কেন? আমি দিল্লিতে আপনাদের সমস্ত বঞ্চনার কথা তুলে ধরব। এ জন্য আমাকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

আর একবার জন্ম নিতে হয় নেব, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করব: দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের সবং বিধানসভা এলাকার শ্যামসুন্দরপুর স্কুল মাঠে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে একটি সভায় তৃণমূল প্রার্থী দেব বলেন, 'পার্লামেন্টে যে বক্তব্যটা রেখেছিলাম ওটাই হয়তো শেষ বক্তব্য ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দোপাধ্যায় কথা দিয়েছেন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করবেন, তাই আবার ভোটে লড়াই করছি। যদি আমাকে আর একবার জন্ম নিতে হয় নেব। কিন্তু ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করেই ছাড়ব।'

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে রাজনীতির শেষ নেই। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মেদিনীপুর জেলা সফরের সময় বলেছেন, 'ঘাটাল মাস্টার প্রকল্প নিয়ে দেব আমায় বারবার বলে। ইতিমধ্যে আড়াইশো কোটি টাকার বেশি কাজ হয়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আমরাই করব। দিল্লির ভিক্ষা চাই না।' উল্লেখ্য, প্রতিবছরের বন্যা হলেই শিলাবতী, ঝুমি ও কংসাবতীর জলে ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে যায়। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় সেখানকার বাসিন্দাদের। ৩৯ বছর আগে প্রস্তাবিত সেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এখনও বাস্তবায়িত না হওয়ায় বারবার প্রশ্ন উঠেছে।

মহুয়ার বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী কে?

কর্মীদের নিয়ে মন্দিরে পুজো কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির বর্তমান রানিমা অমৃতা রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা। তার আগেই কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত দুই কালীমন্দির আনন্দময়ী ও সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন এবং আশীর্বাদ নিলেন। কৃষ্ণনগরের বর্তমান রানিমা অমৃতা রায়ের সঙ্গে এদিন দেখা গেল দু'-একজন বিজেপি কর্মী সমর্থককে। আর তা থেকেই রাজনৈতিক মহলের দাবি, লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছেন রাজবাড়ির বর্তমান রানিমা অমৃতা রায়। তবে দলীয় সূত্রে খবর বুধবার কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে আসবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর রাজবাড়ীতে বিরোধী দলনেতার আসার খবরে অমৃতা রায়ের নির্বাচনে দাঁড়ানোর বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অমৃতা রায় জানান, তিনি রাজনীতির কিছু বোঝেন না, তবে পড়ে যাওয়া বাংলাকে তুলে ধরার ইচ্ছে রয়েছে অমৃতা দেবীর। এ বিষয়ে নদিয়া উত্তর বিজেপির প্রচার প্রমুখ সন্ধি মজুমদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'রানিমার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটা এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারব না। বিজেপির উচ্চ নেতৃত্ব দ্বিতীয় লিস্ট ঘোষণা করবে সরকারি ভাবে তখনই যা জানার জানা যাবে। তবে রানিমার শারীরিক ভাষা এবং বিজেপি কর্মীদের নিয়ে এদিনের মন্দিরে পুজো দেওয়া আগাম জানান দিচ্ছে যে রাজতন্ত্রর পাশাপাশি এবার তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করছেন।'

ভাতারে পুকুরে জল শুকতেই সোনার গয়না খোঁজার হিড়িক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দেবত্ব পুকুর। তাই সেখানে নাকি সোনার গয়না রয়েছে, এতদিন এমনটাই ধারণা ছিল ভাতারের কামারপুকুরের মানুষের। ফলে ভাতারের কামারপাড়ায় মুঘল আমলের পুকুরে জল শুকিয়ে যেতেই এলাকার মানুষজনের সোনার গয়না খোঁজার হিড়িক! এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের কামারপাড়ায় রয়েছে মুঘল আমলের একটি পুকুর। যে পুকুরটি দেবত্ব পুকুর হিসাবে এলাকায় পরিচিত। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ১৮২৫ সালে পুকুরটিকে সংস্কার করার জন্য পুনরায় খনন করেন কামারপাড়া রানি আরম্বা রানি সুন্দরী। এ যাবৎ পুকুরের জল কখনও শুকোয়নি বলে দাবি এলাকাবাসীদের। তাঁদের দাবি, বেশ কয়েকবার ওই পুকুরের জল শুকনোর চেষ্টা করেছিলেন স্থানীয়রা। তবে সেই জল কখনও শুকিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। টানা ১৬ দিনের চেষ্টায় সেই পুকুরের জল এদিন শুকিয়ে গেল।

আর মঙ্গলবার একটা ত্রিশ মিনিটে পুকুরের জল শুকোতেই এলাকার মানুষ অবাক হয়েছেন। পাশাপাশি এলাকার মানুষজনের সোনার গয়না খোজার হিড়িক পড়ে গেল পুকুর চত্বরে। কারণ হিসাবে জানা যাচ্ছে, পুকুরটি ছিল দেবত্ব, তাই বহু মানুষ এই পুকুরে মানত স্বরূপ সোনার গয়না ফেলতেন বলে দাবি। তবে এলাকার একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র সোনার জিনিস পেয়েছেন বলে দাবি স্থানীয়দের। বর্তমানে এই পুকুরের মালিক রয়েছেন দেবু রায়।

মৌসুমীর বাঁকুড়া-টলিউডের পথটা কঠিন পরিশ্রমে মোড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শ্রম আর একাগ্রতার জোরে বাঁকুড়া থেকে কলকাতার টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গা করে দেখিয়েছেন বাঁকুড়ার মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। ২৯ মার্চ মুক্তি পেতে চলেছে শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভাগীর স্বর্গ অবলম্বনে 'ও অভাগী' চলচিত্রটি। এই চলচিত্রে বাঁকুড়ার নতুনচটির বাসিন্দা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় একক সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। এই চলচিত্রে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাঁকুড়ার সুব্রত দত্ত। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় জানান, ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে গান শিখতে যাওয়া থেকে শুরু হয় এই অভিযান। তারপর ধীরে ধীরে গানের প্রতি ভালোবাসার টানেই এগিয়ে গিয়েছেন তিনি।

আগেও ছোটখাটো মিউজিক অ্যালবাম ছাড়াও, কয়েকটি জনপ্রিয় মিউজিক প্রোডাকশন হাউজের হয়ে কাজ করেছেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও ওয়েব সিরিজ এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করেছেন তিনি। রূপঙ্কর বাগচি, সিদ্ধার্থ সিধু রায় এবং লোপা মুদ্রা মিত্রের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে বাঁকুড়ার মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের। বাঁকুড়া শহরের নতুনচটির বাসিন্দা ছিলেন মৌসুমী, পড়াশোনা বাঁকুড়া গার্লস হাই স্কুল

থেকে। বর্তমানে কর্ম এবং পারিবারিক সূত্রে কলকাতায় বসবাস করেন তিনি। বাঁকুড়া থেকে বাংলা সিনেমার জগতে প্রবেশ করার অভিযান কেমন ছিল জানতে চাওয়ায় মৌসুমী জানান, এই অভিযান ছিল কঠিন পরিশ্রমে মোড়া। কোনও রকম রেফারেন্স ছাড়াই টালিগঞ্জের চাকচিক্যের জগতে জায়গা তৈরি করতে লেগেছে সময় এবং শ্রম। প্রান্তিক জেলা বাঁকুড়ার ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্প এবং মেধার নাম রয়েছে দিকে দিকে। বাঁকুড়ার মাটি থেকে সফল মানুষজন কাজ করছেন পৃথিবীর কোনায় কোনায়।

স্বামীর হাতে নিগৃহীত হয়ে 'আত্মঘাতী' স্ত্রী! ফেরার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মেলায় ঘুরতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে স্বামীর সঙ্গে অশান্তি। অভিযোগ, সেই অশান্তির জেরেই স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছিলেন স্বামী। তারপরেই উদ্ধার হল বধূর ঝুলন্ত দেহ। মৃতের বাপের বাড়ির অভিযোগ, জামাইয়ের মারধর, অপমান সহ্য করতে না পেরেই আত্মঘাতী হয়েছে মেয়ে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত দেবাশিস মণ্ডল।

মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার রাধুটোলা এলাকায়। ঘটনার পর গা ঢাকা দিয়েছে মৃত গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম পুষ্প মণ্ডল (২৪)। মৃতার বাবার অভিযোগ, জামাইয়ের মারধর এবং অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে মেয়ে। জানা গিয়েছে, তিন বছর আগে বামনগোলা থানার পার্বতিডাঙার দেবাশিসের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল পুষ্পর। তাঁদের ৮ মাসের কন্যা সন্তানও রয়েছে।

মৃত গৃহবধূর বাবা খগেন মণ্ডল জানান, 'সোমবার রাতে মেয়ে মেলায় যাওয়ার জন্য তার স্বামীর কাছে বায়না ধরে। তার জেরে জামাই পুষ্পকে বেধড়ক মারধর করে। ওইদিন রাতেই মেয়েকে আমাদের বাড়িতে রেখে যায় জামাই দেবাশীষ মন্ডল। এরপরই গভীর রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে মেয়ে। মেয়ের মৃত্যুর জন্য জামাই দায়ী।'

মালিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পলাতক। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ভাঙনের দোরগোড়ায় কালনার তিনটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: দিনে রাতে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ। একই সঙ্গে দাবি, ভাগীরথীর জল কমে যাওয়ায় ভাঙন শুরু হয়েছে কালনার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নিচু জাপট এলাকায় সোমবার রাত থেকে।

মঙ্গলবার সকাল হতেই সেই ভাঙনের চেহারা নিয়েছে আরও ভয়ংকর। ভাঙনের মুখে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি, যার মধ্যে বর্তমানে তিনটি বাড়ি একদম ভাঙনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা সত্য পাল, কুটি পাল এবং গণেশ পালের বাড়ি ভাঙন থেকে ১০ মিটার দূরত্বে রয়েছে বলে দাবি। একই সঙ্গে এলাকাবাসীর দাবি, বছরখানেক আগে তৃণমূল সরকারের আমলে বালির বস্তা দিয়ে ভাঙন রোধের জন্য পাড় বাঁধানোর চেষ্টা হয়েছিল। এরপর একবছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই বালির বস্তা চলে যাচ্ছে নদী গর্ভে। এদিন মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ সেখানে হাজির হন বাম প্রার্থী নীরব খাঁ। তিনি এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যান। তিনি বলেন, 'বাম সরকারের আমলে যে কাজ হয়েছিল, তা এতদিন চলেছে, এরপর যা হয়েছে তা তো আপনাদের চোখের সামনেই।'

তিন দশক পূর্ণ বাঁকুড়ায় চরকা বিপ্লবের

অশোক সেনগুপ্ত ● বাঁকুড়া

ভারতের চন্দ্রজয়ের এই যুগেও ওঁদের জীবন চরকাময়। ওঁদের মানে নাসিমা বিবি (৬৯), মনোয়ারা বেগম (৫৪), কবিতা গোস্বামী (৫৬), রুপা দে (৫৯) প্রমুখ। এঁরা বহু বছর ধরে কাজ করছেন বাঁকুড়ার গ্রাম স্বরাজ সংঘে। লোকচক্ষুর প্রায় আড়ালে তিন দশক পূর্ণ হল বাঁকুড়ায় এই চরকা বিপ্লবের।

মহাত্মা গান্ধি মনে করতেন 'চরকা একটি অস্ত্র। পরমাণু বোমার মতো দানবিক অস্ত্র নয়, দৈব অস্ত্র। চরকা এমন এক হাতিয়ার, যা ভিতর থেকে বদলে দিতে পারে মানুষকে। দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতেও পারে চরকা।' বাঁকুড়ায় এই চরকা বিপ্লবের সূত্রপাত কী ভাবে? আসলে এই জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস কার্যক্রম প্রাধান্য পেয়েছিল। নানা বয়সের অনেক পুরুষ-মহিলা জড়িয়ে পড়েন এতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন গান্ধির আদর্শে অনুপ্রাণিত গৌরী রায় ও তাঁর স্বামী প্রমোদ রায়। ওঁরাই মূলত ছিলেন বাঁকুড়ায় এই চরকা বিপ্লবের নেপথ্য-দম্পতি।

ওঁদের পুত্র কল্যাণ রায় ১৯৫৬ তে তৈরি বাঁকুড়া গান্ধি বিচার পারিষদের সম্পাদক। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'ওঁরা ঝাড়গ্রামে লোধা জাতিদের নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। বিহারের দেওঘরের পার্ডি ও ব্যারাকপুরে মেথর ঝাড়ুদার বস্তির হরিজন ও বাউড়ি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানে যুক্ত ছিলেন। মা নিজে গাছ থেকে কার্পাস তুলো সংগ্রহ করে তুলোর পাইজ করে চরকা বক্সে সুতো কেটে তাঁতিদের দিয়ে খাদির থান করিয়ে আমাদের জামা-পাঞ্জাবি পরিয়েছে। বলতে গেলে অনেক কিছু আছে!'

গৌরী রায়ের সেই চরকা বক্স ঠাঁই পেয়েছে বাঁকুড়ার বিপ্লবী সংগ্রহশালায় কাঁচের শোকেসে দ্রষ্টব্য হিসাবে। কল্যাণ রায় এই প্রতিবেদককে বলেন, 'মা মারা গিয়েছেন ২০১১-র ১২ ডিসেম্বর। বাবা প্রয়াত হয়েছেন আরও আগে। এই পরিষদ এবং গ্রাম স্বরাজ সংঘ একটি বৃন্তে দু'টি ফুল। ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু এই চরকা কাটা। বাঁকুড়ায় প্রথম দিকে গ্রামে গ্রামে ছিল। নানা অসুবিধা হওয়ায় পরবর্তীকালে এক জায়গায় বসে কাটার কাজ শুরু হয়। ১৭ মার্চ বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে আমাকে সংবর্ধনা জানানোর এবং একটি বিশেষ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানেই হদিশ পাই বাঁকুড়ার গান্ধি সংগ্রহশালা এবং বিপ্লবী সংগ্রহশালার। সেই দু'টি দেখতে গিয়ে জানলাম বাঁকুড়ায় চরকা বিপ্লবের।'

প্রয়াত শিশির স্যান্যাল ছিলেন গান্ধি বিচার পারিষদের প্রাণপুরুষ সম্পাদক, উনি মারা গিয়েছেন ২০১১ সালে। বর্তমান সম্পাদক ওঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত কল্যাণ রায়। বিশদ জানার আগ্রহে কল্যাণবাবু বলেন, 'চরকাগুলোর নানা ধরণ আছে। অম্বর চরকা, এনএমসি চরকা। বক্স চরকা এখন আর চলে না। এখানে গড়ে মাসে মহিলারা ৪০ কাউন্টের ১৫০০ লাছি সুতো তৈরি করেন। মাসে ২৪০০ থেকে ৩ হাজার টাকা আয় হয়। ছুটির দিন বাদ দিলে রোজ গড়ে ৫ ঘণ্টা কাজ করেন। ওঁদের জন্য বড় ঘর ও জল-বাথরুমের সব ব্যবস্থা আছে।'

কেন চরকা ব্যবহার ভারতীয়দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন মহাত্মা? এর পিছনে রয়েছে তাঁর নিজস্ব 'নির্মাণের দর্শন'। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি চরকাকে একটা আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই মূল নিহিত রয়েছে ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনের গভীরে। ইংরেজদের প্রধান ব্যবসা ছিল আধুনিক মেশিনে তৈরি কাপড়ের। ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশের বাজার ছেয়ে ফেলে ব্রিটিশ মিলে তৈরি কাপড়ে। ফলে এই দেশের চরকায় সুতো কেটে তা দিয়ে হাতেবোনা তাঁতের কাপড়ের যে বিশাল ঐতিহ্য ও বাজার ছিল তা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সঙ্গে ছিল কৃষকদের ওপর নির্যাতন। এই সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই গান্ধিজি চরকায় সুতো কাটাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

কারা কেনে চরকায় কাটা এই সুতো? কল্যাণবাবুর জবাব, 'যা সুতো হয় তা আমাদের কিছু গ্রামের তাঁতির কাছে পাঠানো হয় কাপড়ের থান তৈরি করার জন্য।' মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম, নদিয়া, বর্ধমান, পুরুলিয়াতে আছে চরকা কাটার এরকম আসর। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের খাদি গ্রামোদ্যোগ আয়োগের অন্তর্ভুক্ত। খাদি দপ্তরের সমন্বয়ে ও সহযোগিতায় চলে এই কার্যক্রম।'

ফুল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ভেষজ আবিরের চাহিদা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ফাগুন লেগেছে বনে বনে...।

আসছে রঙের উৎসব। রঙিন হওয়ার পালা। হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন, তার পরেই একে ওপরকে নানান রঙের আবির মাখিয়ে মেতে উঠবেন দোল উৎসবে। দোল মানেই নানান রঙের আবিরের চাহিদা থাকে বাজারে।

সেই রঙের উৎসবের মরশুমে সকলে রাঙিয়ে তুলতে রঙ বা আবিরের চাহিদা তুঙ্গে। আবির মেখে উৎসবে সামিল হন নানা বয়সিরা। আর এই উৎসবের মরশুমে বাজারে এসেছে নানা ধরনের আবির। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বাজারে শুরু হয়ে গিয়েছে আবির বিক্রি। তবে দিন যত যাচ্ছে, ততই বাজারে ভেষজ আবিরের চাহিদা বাড়ছে। বসন্ত উৎসবের প্রাক্কালে এবার ভেষজ আবির বাজারে আনতে চলেছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বর্ধমানের বংপুর চাষিমানা এলাকায় প্রচুর ফুলের চাষ হয়। বহু মানুষ এখানে ফুল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সেই উৎপাদিত নানা ফুলকেই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আবিরে পরিণত করছেন স্থানীয় মহিলারা। তাঁদের তৈরি আবির বাজারজাত করবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। লভ্যাংশ দেওয়া হবে প্রস্তুতকারীদের হাতে। জোরকদমে চলছে কাজ। জবা, গাঁদা, নীলকণ্ঠ ফুল যেমন রয়েছে, রয়েছে বিট গাজরও। রয়েছে পালং শাক। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে তৈরি হচ্ছে ভেষজ আবির।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক প্রতনু রক্ষিত জানিয়েছেন, মানুষ একসময় কেমিক্যাল জাতীয় নানান রঙের আবির নিয়েই দোল বা বসন্ত উৎসবে মেতে উঠতেন। ক্যামিক্যাল জাতীয় রং বা আবির ব্যবহারের ফলে নানান ধরনের চর্ম রোগ দেখা দিত। অনেকেই সমস্যায় পড়তেন তাতে। আর ক্যামিক্যাল জাতীয় রং বা আবির ব্যবহারের ফলে প্রকৃতিরও ক্ষতি হত। তাই মানুষ এখন অনেকটাই সচেতন এই বিষয়ে। বাজারে এখন ভেষজ আবিরেরও চাহিদা বেড়েছে। তাই এলাকার মহিলারা নানান ফুল দিয়ে যে আবির তৈরি করছেন, সেই আবির তাঁরা বাজারে বিক্রি করে তার লভ্যাংশ ওই সমস্ত মহিলাদের হাতেই তুলে দেবেন। মানুষ যত ভেষজ আবির ব্যবহার করবেন, তত ভেষজ আবিরের চাহিদা বাড়বে এবং পরিবেশের ক্ষতিও হবে না।

আইপিএলের শুরুতে মুম্বই দলে সূর্যকুমারের থাকা নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের শুরু থেকে সূর্যকুমার যাদবকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পাবে না জানা গিয়েছে আগেই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিক্যাল স্টাফেরা এখনও তাঁকে ফিট ঘোষণা করেননি। এর মধ্যেই মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে সূর্যকুমারের একটি পোস্ট তাঁর আইপিএল খেলা নিয়েই জল্পনা তৈরি করল।

আগামী ২৪ মার্চ গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ মুম্বইয়ের। সেই ম্যাচে সূর্যকুমার খেলবেন না আগেই জানা গিয়েছে। মনে করা হয়েছিল ২৭ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁকে পাবে মুম্বই। কিন্তু মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটারের একটি পোস্ট ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সূর্যকুমার একটি ভাঙা হৃদয়ের ইমোজি দিয়েছেন। সঙ্গে অবশ্য কিছু লেখেননি তিনি। কিন্তু আইপিএল শুরুর তিন দিন আগে সূর্যের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ঘিরে তৈরি হয় নতুন জল্পনা।

জানা গিয়েছে, এখনও মাঠে ফেরার মতো ফিট নন সূর্যকুমার। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিশেষজ্ঞেরা তাঁকে আইপিএল খেলার ছাড়পত্র দেননি। ২১ মার্চ আবার তাঁকে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে। সূত্রের খবর, আইপিএলের প্রথমার্ধে সম্ভবত দেখা যাবে না সূর্যকুমারকে। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিক্যাল স্টাফ এবং কর্তারা তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না। ফিটনেস সম্পর্কে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সূর্যকুমারকে মাঠে ফেরার অনুমতি দেওয়া হবে না।

মাঠে ফেরা আরও পিছিয়ে যাচ্ছে বুঝেই সম্ভবত সূর্যকুমার হতাশায় হৃদয় ভেঙে যাওয়ার ইমোজি দিয়েছেন।

গত বছর ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার পর থেকে মাঠের বাইরে সূর্যকুমার যাদব। প্রথমে গোড়ালির চোটের জন্য ছিটকে যান তিনি। পরে জার্মানিতে হার্নিয়া অস্ত্রোপচার হয়েছে সূর্যকুমারের। এখন তিনি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব করছেন।

ধারাভাষ্যে ফিরছেন সিধু, আইপিএলেই শোনা যাবে প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনারের গলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১০ বছর পর আবার ধারাভাষ্যকার হিসাবে প্রত্যাবর্তন নভজ্যোৎ সিংহ সিধুর। প্রাক্তন ক্রিকেটার এক সময় ধারাভাষ্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরে যদিও নিজেকে সরিয়ে নেন। ব্যস্ত হয়ে পড়েন রাজনীতিতে। জড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন বিতর্কেও। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিধু বলেন, ত্ধারাভাষ্য আমার রক্তে। মানুষ আমাকে সেটার জন্যই চেনে। যেমন গুরু আমাদের পাগড়ি দিয়েছেন আর সেই পাগড়ি আমার পরিচয়। তেমনই ধারাভাষ্য আমার শখ। অনেকেই আছে যারা ক্রিকেটার হতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন চিকিৎসক। অনেকে আছে ছোটবেলায় খেলোয়াড় হতে চেয়েছিল, এখন তারা ব্যবসায়ী। খুব কম মানুষই নিজের শখকে জীবিকা করতে পারে। ধারাভাষ্য আমার কাছে তেমনই। এটা আমার নিজের এলাকা। আমি খুবই স্বচ্ছন্দে এই কাজটা করতে পারি।দ

৬০ বছরের সিধু ভারতের অন্যতম সেরা ধারাভাষ্যকার। তাঁর গলা শোনার জন্য মানুষ অপেক্ষা করে থাকে। শুধু আন্তর্জাতিক ম্যাচ নয়, আইপিএলেও ধারাভাষ্য করেছেন তিনি। বিশেষ করে হিন্দিতে সিধুর ধারাভাষ্য বাড়তি আকর্ষণের। এ বারের আইপিএলে সেটা শোনা যাবে।

অবসর ভেঙে টেস্টে ফিরছেন হাসারাঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছরের আগস্টে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কান লেগ স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। সীমিত ওভারের ক্যারিয়ার দীর্ঘ করতে মাত্র ২৬ বছর বয়সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ৪ টেস্টের ছোট্ট ক্যারিয়ারের সর্বশেষ ম্যাচটি তিনি খেলেছেন ২০২১ সালে। পাল্লেকেলেতে সেই ম্যাচ ছিল বাংলাদেশের বিপক্ষে।

এবার বাংলাদেশের বিপক্ষেই অবসর ভেঙে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরছেন হাসারাঙ্গা। আজ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে হাসারাঙ্গাকে রেখেই বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৭ সদস্যের টেস্ট দল ঘোষণা করেছে। ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার নেতৃত্বে এই দলে আছেন দিমুথ করুনারত্নে, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, দিনেশ চান্ডিমালের মতো অভিজ্ঞরা। চোটের কারণে ফর্মে থাকা পেসার আসিতা ফার্নান্ডোকে এই সিরিজে পাচ্ছে না শ্রীলঙ্কা। আফগানিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার সর্বশেষ টেস্ট সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন লাহিরু উদানা। দলে আছেন টেস্ট অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা নিশান পেইরিস।

দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শুরু হবে ২২ মার্চ, ভেন্যু সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। সিরিজের শেষ ম্যাচটি হবে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে, শুরু হবে ৩০ মার্চ।

শ্রীলঙ্কা টেস্ট দল: ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা (অধিনায়ক), কুশল মেন্ডিস (সহ-অধিনায়ক), দিমুথ করুনারত্নে, নিশান মাদুস্কা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, দিনেশ চান্ডিমাল, সাদিরা সামারাবিক্রমা, কামিন্দু মেন্ডিস, লাহিরু উদারা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, প্রভাত জয়সুরিয়া, রমেশ মেন্ডিস, নিশান পেইরিস, কাসুন রাজিতা, বিশ্ব ফার্নান্ডো, লাহিরু কুমারা, চামিকা গুনাসেকারা।

অর্ধেক অর্থ ফেরত পাচ্ছেন হংকংয়ের মেসি ভক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসি তাঁদের বাড়ির কাছের মাঠে খেলবেন। মাঠে গিয়ে তাঁকে সরাসরি খেলতে দেখার লোভ কি সামলানো যায়!

হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীরাও ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন তারকাকে দেখতে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। প্রিয় তারকা মেসিকে দেখতে ১১০ ডলার ব্যয় করে টিকিট কেটেছিলেন অনেকেই। গত ৪ ফেব্রুয়ারির সেই ম্যাচের সব টিকিটই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সবাইকে হতাশ করে মেসি সেদিন মাঠেই নামেননি। এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে হংকংয়ের মেসি, ভক্তদের টিকিটের অর্ধেক মূল্য ফেরত দেবে আয়োজকেরা।

ম্যাচের দিন গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। কিন্তু আটটি ব্যালন ডি'অর,জয়ী মেসি শুরুর একাদশে নামেননি। হংকংয়ের মেসি,ভক্তরা অপেক্ষা করতে থাকেন, কখন বদলি হিসেবে মাঠে নামবেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। শেষ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো মেসিকে আর মাঠেই নামাননি।বিষয়টি নিয়ে খুব খেপেছিল হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীরা। গ্যালারিতে বসেই টিকিটের অর্থ ফেরত চেয়ে স্লোগান দেয় তারা। ম্যাচ শেষে মার্তিনো মেসিকে না খেলানোর কারণ হিসেবে বলেছিলেন চোটের কথা।

এ নিয়ে পরে আরও জল ঘোলা হয়। মায়ামির প্রাক্ ,মৌসুম প্রস্তুতির পরের ম্যাচে মেসি জাপানের ক্লাব ভিসেল কোবের বিপক্ষে বদলি হিসেবে খেলতে নামার পর হংকং সরকার এর ব্যাখ্যা দাবি করে। চীন আবার এর মধ্যে টেনে আনে রাজনীতি।

বিষয়টি নিয়ে মেসি সংবাদ সম্মেলনে কথাও বলেছিলেন। চোটের কারণ খেলতে না পারার বিষয়টি উল্লেখ করে হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে। এবার সেই ম্যাচের আয়োজক প্রতিষ্ঠান টাটলার এশিয়া দর্শকদের টিকিটের অর্ধেক অর্থ ফেরত দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তবে সেটাই শুধু তাঁরাই পাবেন, যাঁরা যথাযথ জায়গা থেকে টিকিট কিনেছেন।'

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজও স্থগিত করল অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ও ওয়ানডেতে সিরিজের পর এবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজও স্থগিত করল অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তালেবান-শাসিত আফগানিস্তানে নারী ও কন্যাশিশুদের আর্থসামাজিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাতিল করা হয়েছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। আইসিসি ভবিষ্যৎ সফর পরিকল্পনার (এফটিপি) অংশ হিসেবে তিন ম্যাচের সিরিজটি হওয়ার কথা ছিল এ বছরের আগস্টে।

২০২১ সালের আগস্টে তালেবান দ্বিতীয়বার আফগানিস্তানে শাসনভার নেওয়ার পর তৃতীয়বার আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ স্থগিত করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ২০২১ সালের নভেম্বরে হোবার্টে টেস্ট খেলার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তানের। কিন্তু তালেবানরা ক্ষমতা দখল করেই মেয়েদের খেলাধুলা নিষিদ্ধ করায় সেই টেস্ট স্থগিত করে সিএ। এরপর ২০২৩ সালের মার্চে আরব আমিরাতে দুই দলের নির্ধারিত ওয়ানডে সিরিজ খেলতেও অস্বীকৃতি জানায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ স্থগিত করার সময় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছিল, আফগানিস্তানের নারীদের পরিস্থিতি উন্নতি হলেই মাঠে গড়াতে পারে স্থগিত হওয়া সিরিজগুলো।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকারের পরামর্শেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। অস্ট্রেলিয়া সরকার সেই পরামর্শ দিতে গিয়ে সিএকে বলেছে, 'আফগানিস্তানের নারী ও কন্যাশিশুদের অবস্থা আরও অবনতি হয়েছে।'

এ কারণেই আগের অবস্থান থেকে সরে না আসার সিদ্ধান্ত নেয় সিএ। সিএ তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে অবস্থান উন্নতি হলেই শুধু আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া, 'সিএ বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটে নারী ও কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণের পক্ষে শক্ত অবস্থান ধরে রাখবে। এই বিষয়ে আইসিসির সঙ্গেও কাজ করে যাব আমরা। ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করতে কী করতে হবে, তা নিয়ে আমরা আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গেও কাজ করে যাব।'

টেস্ট খেলুড়ে ১২টি দেশের মধ্যে একমাত্র আফগানিস্তানেরই মেয়েদের দল নেই। তালেবান আবার ক্ষমতায় আসার আগে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড অবশ্য দেশটিতে মেয়েদের ক্রিকেট চালুর প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। তারা কয়েকজনের সঙ্গে চুক্তিও করেছিল। সেই খেলোয়াড়দের বেশির ভাগই পরে অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রয় নেন।

২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর খেলাধুলা তো দূরের কথা, মেয়েদের হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াও বন্ধ করে দিয়েছে। ২০২২ সালের নভেম্বরে দেশটিতে মেয়েদের পার্ক, জিম ও গণস্নানাগারে প্রবেশও নিষিদ্ধ করে।

নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য দোয়া চেয়ে চেন্নাইয়ের পথে মোস্তাফিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোস্তাফিজুর রহমানের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএলে খেলা নতুন কোনো খবর নয়। ২০১৬ সাল থেকেই বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার মোটামুটি নিয়মিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগে। ২০১৯ ও ২০২০ সাল ছাড়া সর্বশেষ আট আইপিএলের ছয়টিতেই ছিলেন মোস্তাফিজ। সেই মোস্তাফিজ এবারের আইপিএলে খেলবেন নতুন দল চেন্নাই সুপার কিংসে। নতুন দলের হয়ে খেলতে আজ চেন্নাই রওনা হয়েছেন মোস্তাফিজ।

আজ সকালে বিমানবন্দর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চেন্নাই রওনা হওয়ার খবর নিজেই দিয়েছেন। বিমানবন্দরে অপেক্ষারত অবস্থার একটি ছবি দিয়ে ২৮ বছর বয়সী বোলার লিখেছেন, 'আমি রোমাঞ্চিত, নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে মুখিয়ে আছি। ২০২৪ আইপিএল খেলতে চেন্নাই যাচ্ছি। দোয়া করবেন, আমি যেন নিজের সেরাটা দিতে পারি।'

এই লেখার সঙ্গে ীহস্ত্ঠঞ্জদ্রত্মন্ড ও ীব্রঞ্জড্র এই দুটি হ্যাশট্যাগও দিয়েছেন মোস্তাফিজ। চেন্নাই সুপার কিংসকে উৎসাহ ও সমর্থন দিতেই হ্যাশট্যাগ দুটি ব্যবহার করা হয়।

নতুন কাজে মোস্তাফিজ কতটা সফল হবেন, কে জানে! তবে জাতীয় দলের দায়িত্ব পালন করতে এবার মাঝপথেই আইপিএল ছেড়ে আবার দেশে ফিরতে হবে তাঁকে। আগামী মাসের শেষ দিকে যে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসছে জিম্বাবুয়ে।

আইপিএল ক্যারিয়ারের শুরুটা ঝলমলেই ছিল মোস্তাফিজের। ২০১৫ সালে ভারতের বিপক্ষে ক্রিকেট, বিশ্বকে কাঁপিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক তাঁর। পরের বছরের আইপিএলেই তাঁকে কিনে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। প্রথম মৌসুমে ১৬ ম্যাচ খেলে ১৭ উইকেট নেওয়ার পথে ওভারপ্রতি মাত্র ৬.৯০ রান দিয়েছিলেন মোস্তাফিজ। তাঁর বোলিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল হায়দরাবাদের শিরোপা জয়ে। ২০১৬ আইপিএলের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কারটাও উঠেছিল তাঁর হাতে।

সেই মোস্তাফিজ ২০১৭ সালে হায়দরাবাদের হয়ে মাত্র একটি ম্যাচই খেলার সুযোগ পান। সে মৌসুমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ততা আর হায়দরাবাদের দলীয় সমন্বয়ের কারণে মোস্তাফিজ একটির বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি।

২০১৮ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস কিনে নেয় তাঁকে। সেবার মুম্বাইয়ের হয়ে সাত ম্যাচে ৭টি উইকেট নিয়েছিলেন মোস্তাফিজ। এরপর টানা দুই মৌসুমে আইপিএলে ছিলেন না বাংলাদেশের পেসার। সেই মোস্তাফিজ ২০২১ সালে আইপিএলে ফেরেন রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে। মৌসুমটা খারাপ কাটেনি তাঁর। ১৪ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়েছিলেন। এক বছর পর আবার দল পরিবর্তন। ২০২২ ও ২০২৩ সালে মোস্তাফিজ খেললেন দিল্লি ক্যাপিটালসে। প্রথম মৌসুমে ৮ ম্যাচে ৮ উইকেট পেলেও ২০২৩ সালে মাত্র ২টি ম্যাচই খেলার সুযোগ পান, আর সেই দুই ম্যাচের পারফরম্যান্সও ছিল ভুলে যাওয়ার মতো। ৭ ওভারে ৭৯ রান দিয়ে যে মাত্র ১টি উইকেট পেয়েছিলেন।

সেই মোস্তাফিজের এবার নতুন ঠিকানা চেন্নাই। আইপিএল ইতিহাসের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের জার্সিতে কি ভাগ্য ফিরবে কাটার মাস্টারের? উত্তরটা জানতে খুব বেশি আর অপেক্ষা করতে হবে না। ২২ মার্চ থেকেই শুরু হচ্ছে এবারের আইপিএল। আর প্রথম দিনই মাঠে নামবে মোস্তাফিজের চেন্নাই।

বাইক দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাতজনিত সমস্যায় ক্যামেরন ব্যানক্রফট

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাইক থেকে পড়ে গিয়ে কনকাশনে (মাথায় আঘাতজনিত সমস্যা) পড়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান ক্যামেরন ব্যানক্রফট। আগামী বৃহস্পতিবার শুরু ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ডের ফাইনালে তাই খেলতে পারবেন না ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ার এই ওপেনার।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রোববার এ দুর্ঘটনা ঘটে। এমনিতে নিয়মিত সাইকেল চালান ব্যানক্রফট। তাঁর ছিটকে যাওয়া ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড় একটা ধাক্কা। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ওয়াকার ফাইনালে নামছে হ্যাটট্রিক শিরোপার লক্ষ্য নিয়ে। তাদের প্রতিপক্ষ তাসমানিয়া।

এ মৌসুমে দলটির হয়ে সর্বোচ্চ এবং সব মিলিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ব্যানক্রফট। ৪৮.৬২ গড়ে তিনি করেছেন ৭৭৮ রান। অধিনায়ক স্যাম হোয়াইটম্যানের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটিও দারুণ ফর্মে ছিল এবার।

ব্যানক্রফটের বদলে এখন ওপেনিংয়ে আসতে পারেন ডার্সি শর্ট বা টিগ ওয়াইলি। জেইডেন গুডউইনকেও এ ভূমিকায় পাঠাতে পারে তারা।

বল টেম্পারিংয়ের দায়ে স্টিভেন স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে নিষিদ্ধ হওয়া ব্যানক্রফট সম্প্রতি আবার আলোচনায় আসেন অস্ট্রেলিয়া দলে ফেরার সম্ভাবনা দিয়ে। ওয়ার্নার অবসরে যাওয়ার পর তাঁর জায়গা নেওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি।

শুধু এ মৌসুম নয়, কয়েক মৌসুম ধরেই শেফিল্ড শিল্ডে বেশ ধারাবাহিক ব্যানক্রফট। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ডাকেনি অস্ট্রেলিয়া। ওপেনিংয়ে খেলানো হচ্ছে স্টিভেন স্মিথকে।

বাদ পড়ার পর নিজের হতাশার কথা ব্যানক্রফট জানিয়েছিলেন এভাবে, 'মাঝেমধ্যে খেলোয়াড় হিসেবে সামনে এগোনোটাই বড় ব্যাপার। কিন্তু এবার আমার মনে হয়েছে, নিজেকে একটু হতাশ হতে দিই। এতে দোষের কিছু নেই।'

ব্যানক্রফট অবশ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ার হয়ে নিজের কাজটি করে যাওয়ার কথাই বলে এসেছেন, 'মৌসুমের পরের ভাগটা বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। আমরা কঠিন কয়েকটি উইকেটে খেলেছি। কঠিন সময়ে লড়াই করার ব্যাপারটি দারুণ। আমি ধারাবাহিক থাকতে চেয়েছি।'

২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কেপটাউন টেস্টে বল টেম্পারিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ব্যানক্রফটকেও। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ২০১৯ সালের অ্যাশেজে দুটি টেস্টের জন্য দলে ফিরলেও এরপর আর সুযোগ পাননি। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে খেলেছেন ১০টি টেস্টের সঙ্গে ১টি টি-টোয়েন্টি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**